বৈধ চিকিৎসায় দেহ ও আত্মার আরোগ্য – ২

إنها رقية سورة البقرة

এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ

সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

ফ্রি ডিজিটাল সংস্করণ

alquranicruqyahhealing.com

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩
অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ

১ এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ ৬
২ আলিমদের ফতোয়া ২৩
৩ সূরা বাকারা দিয়ে রেকর্ডকৃত রুকইয়াহর বিধান ও তার উপকারিতা সংক্রান্ত ফতোয়া ৪০
৪ রোগীদের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা ৪৮
৫ অভিজ্ঞতার শেষাংশ, ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ঘটনা ও খাতিমা ৫৭

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৬৮
অনুবাদক পরিচিতি ৬৯
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৭০

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ **«إنها رقية سورة البقرة»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ

১ এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ

২ আলিমদের ফতোয়া

৩ সূরা বাকারা দিয়ে রেকর্ডকৃত রুকইয়াহর বিধান ও তার উপকারিতা সংক্রান্ত ফতোয়া

৪ রোগীদের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা

৫ অভিজ্ঞতার শেষাংশ, ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ঘটনা ও খাতিমা

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ

ভূমিকা, কুরআনের শিফা ও সূরা বাকারার ফযীলত

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশনা-তথ্য

কিং ফাহাদ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনাকালীন ফিহরিস্ত (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر):

- © খালিদ ইবরাহীম আল-হিবশী, ১৪৩৩ হি.
- আল-হিবশী, খালিদ ইবরাহীম
- **إنها رقية سورة البقرة** / খালিদ ইবরাহীম আল-হিবশী
- ৪৮ পৃষ্ঠা ; ১৫×২১ সে.মি.
- ISBN (ردمك): ৯৭৮-৬০৩-০০-৯৯০৮-৫
- ১- রুকইয়াসমূহ (الرقي) ২- দুআ ও ওযীফা (الأدعية والأوراد) ক- গ্রন্থনাম (العنوان)
- ডিউয়ি ২১২.৯৩ ৪০০৯ / ১৪৩৩
- জমা-নম্বর (رقم الإيداع): ৪০০৯ / ১৪৩৩
- ISBN (ردمك): ৯৭৮-৬০৩-০০-৯৯০৮-১

প্রথম সংস্করণ — ১৪৩৩ হিজরি / ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

এ গ্রন্থের বিশেষ চিন্তাধারা স্থানান্তর করা, কিংবা এর কোনো অংশ বা অংশবিশেষ ছাপা, কোনো তথ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা, অথবা ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক—যে আকারে বা যে উপায়েই হোক—স্থানান্তর করার অনুমতি নেই, লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া; কেবল অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে সীমিত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম, তবে সূত্র উল্লেখ করা আবশ্যক।

মুদ্রণস্বত্ব লেখকের জন্য সংরক্ষিত — জেদ্দা, সৌদি আরব রাজ্য www.alroqya.com — Email : Khalid@alroqya.com

পূর্ণ পৃষ্ঠাজুড়ে অলংকৃত ক্যালিগ্রাফি: **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** — অন্য কোনো লেখা নেই।

উৎসর্গ

প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উদ্দেশে; প্রত্যেক রোগী, জাদুগ্রস্ত, জিন-আক্রান্ত, বদনজরে আক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্দেশে; প্রত্যেক প্রয়োজনগ্রস্ত ও দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণপ্রার্থীর উদ্দেশে; যাদের ওপর আমি রুকইয়াহ পড়েছি এবং যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে; যাদের প্রতি আমি সমস্ত সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা পোষণ করি এবং যারা আমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেন, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে — আমি আমার এ পুস্তিকা ও গবেষণা পেশ করছি; যা আমি সংক্ষিপ্ত করেছি যেন পাঠক ক্লান্ত না হন এবং যেন এর ফলগুলো আহরণ করা তাঁর জন্য সহজ হয়।

আর আমি এ পুস্তিকার প্রত্যেক পাঠকের কাছে আহ্বান জানাই — তিনি যেন অগোচরে প্রত্যেক বিপদগ্রস্তের জন্য দুআ করেন, বিশেষত জাদুগ্রস্ত, বদনজরে আক্রান্ত ও জিন-আক্রান্তদের জন্য, এবং যারা ক্যান্সার ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের জন্য। আল্লাহ তাঁদের আরোগ্য দান করুন এবং সুস্থতা দিন..

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু; সৃষ্টির স্রষ্টা ও রিযিকের বিস্তারকারী। তিনি যাকে যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা বরকত দান করেছেন। তিনি আমাদের ওপর এমন নিয়ামত দান করেছেন যা গণনা করা যায় না, সংখ্যায় ধরা যায় না। তিনি আমাদের ওপর কুরআনের নিয়ামত দান করেছেন এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলগুলোর ওপর মহা প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন — মুখস্থ করায় প্রতিদান, তারতীলে প্রতিদান, তিলাওয়াতে প্রতিদান, আমলে ও ইবাদতে প্রতিদান। তিনি একে বানিয়েছেন জীবনপথ ও সিরাতে মুস্তাকীম; বানিয়েছেন বরকত ও শিফা; বানিয়েছেন সুপারিশকারী এবং জাহান্নাম থেকে আড়াল।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, কোনো সমকক্ষ নেই, কোনো সদৃশ নেই; কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, সর্বোত্তম সুসংবাদদাতা, সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক ও সর্বোত্তম সতর্ককারী। আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও অজস্র সালাম বর্ষণ করুন ﷺ।

অতঃপর: এ যুগে বহু মুসলিম পরম দয়াময় ও মহাদাতা আল্লাহর কালাম দিয়ে চিকিৎসা ও আরোগ্য-অন্বেষণের সুন্নাহ পুনর্জীবিত করেছেন — সেই কুরআন দিয়ে, যাতে রয়েছে সমস্ত রোগ ও ব্যাধি থেকে পূর্ণ আরোগ্য। কিন্তু এ শরঈ চিকিৎসাপদ্ধতি থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কেউ কুরআন দিয়ে চিকিৎসা, আরোগ্য-অন্বেষণ ও রুকইয়াহর বিষয়ে যা দেখেন ও শোনেন, তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কখনো তিনি শোনেন কুরআনের কোনো সূরা, কোনো আয়াত বা কয়েকটি আয়াতের ফযীলতের কথা এবং শোনেন যে সেগুলো রুকইয়াহ শরইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত; আবার কখনো শোনেন যে, শরীয়তে যেটিকে রুকইয়াহ বলে বর্ণিত হয়নি, নস ও দলিল ছাড়া সেটিকে রুকইয়াহ নাম দেওয়া জায়েয নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সেই রোগীর দৃশ্য কতই না বেদনাদায়ক — যাকে বদনজর ও হাসাদের ব্যাধি, কিংবা জাদু, কিংবা শয়তানি স্পর্শ (মাস), কিংবা কোনো দৈহিক রোগ পেয়ে বসেছে, আর সে খুঁজছে মুক্তির পথ, নিরাপদ সমাধান এবং কার্যকর ও শুদ্ধ চিকিৎসা — যা শিরক, শিরকের পথ ও তার সহচরদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও দূরে।

আর এ সময়কালে আমরা যা শুনেছি তার মধ্যে আছে: জাদু, বদনজর ও হাসাদ, কিংবা শয়তানি স্পর্শে আক্রান্তদের অনেকে — অথবা যে কোনো রোগ বা বিপদে আক্রান্ত যে কেউ — আল্লাহর পর আশ্রয় নিয়েছেন কিছু সূরা ও আয়াত রুকইয়াহ ও আরোগ্যের নিয়্যতে পাঠ করায় এবং আল্লাহ তাআলার কালামের বরকত প্রার্থনায়। আর তাঁরা সবচেয়ে বেশি যেটিকে আঁকড়ে ধরেছেন ও পাঠ করেছেন, তা হলো সূরা বাকারা — কারণ এর ফযীলত সম্পর্কে সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এমন লোকও পাওয়া গেছে যারা এ কাজের বিরোধিতা করেছেন এবং যুক্তি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ থেকে নিষেধ করেছেন; এমনকি বলা হয়েছে যে, সূরা বাকারা রুকইয়াহ নয়, বরং তা রোগীর জন্য ক্লান্তিকর ও কষ্টকর, আর তার সঙ্গে লেগে থাকা শয়তানের জন্যও কষ্টকর — যা রোগীর প্রতি শয়তানের নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়; সুতরাং এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা সম্পন্ন হয় না।

বরং কিছু সম্মানিত ব্যক্তি রোগীদেরকে সূরা বাকারা পাঠ করা ও এর বরকতের আশায় এবং জাদুকরদের কাজ বাতিল করার আশায় নিয়মিত তা চালিয়ে যাওয়া থেকে নিষেধ করতে শুরু করেছেন। এমনকি আপনি দেখবেন, যেসব রোগী নিয়মিত সূরা বাকারা পাঠ করেন তাঁদেরকে এ ধরনের উত্তর দেওয়া হচ্ছে:

توقفي عن ذلك فورا

"এখনই এটি বন্ধ করুন।"

توقفي عن قراءة سورة البقرة بنية الشفاء لقوتها على العارض ،

مما يدفعه للانتقام ، وتأخر الشفاء

"আরোগ্যের নিয়্যতে সূরা বাকারা পাঠ করা বন্ধ করুন, কারণ আক্রমণকারী (জিন) -এর ওপর এর প্রবল প্রভাব রয়েছে, যা তাকে প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আরোগ্য বিলম্বিত করে।"

هل استطيع المداومة على قراءة سورة البقرة حتى ايام الحيض؟

ان كانت رقية فلا وان كان غيرها فاستفتي العلماء في ذلك

"আমি কি হায়েযের দিনগুলোতেও সূরা বাকারা পাঠ অব্যাহত রাখতে পারি? — যদি তা রুকইয়াহ হয় তবে না; আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে এ বিষয়ে আলিমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করুন।"

এ ছাড়া আরও নানা বিষয় — যা রোগীদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। এক দল সমর্থন করে যে, এটি রুকইয়াহ — আরোগ্যের নিয়্যতেই পড়া হোক অথবা (জিনকে) দগ্ধ করা ও বিতাড়িত করার নিয়্যতে। আর আরেক দল নিজের চিকিৎসায় তা পরিত্যাগ ও বর্জন করেছে — এ শুনে যে, এটি রুকইয়াহ নয় এবং এটি বিপদ বৃদ্ধি ও আধিপত্যকারী জিনের কষ্ট দেওয়ার কারণ হতে পারে।

ভূমিকায় বর্ণিত দুই দল

এক দল	আরেক দল
এটি রুকইয়াহ	এটি রুকইয়াহ নয়
আরোগ্য বা জিন বিতাড়নের নিয়্যতে পাঠ	নিজের চিকিৎসায় পরিত্যাগ ও বর্জন
সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসে ফযীলত বর্ণিত	শুনেছে: বিপদ বৃদ্ধি ও জিনের কষ্টের কারণ হতে পারে

ভূমিকায় লেখক দুই দলের অবস্থান এভাবে বর্ণনা করেছেন

এ কারণেই, এবং সমস্ত জগতের প্রতিপালকের কালাম-সংশ্লিষ্ট এ মহান বিষয়ে এবং রাসূলগণের নেতা—যিনি এ সূরার ফযীলতে স্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করেছেন এবং এটি গ্রহণ করা, শেখা, পাঠ করা, এর দ্বারা আত্মরক্ষা করা, এর দ্বারা শয়তানদের বিতাড়িত করা ও এর বরকত অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন—তাঁর আনীত বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য, আমি চেষ্টা করেছি এ সূরার ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু হাদীস একত্র করতে; আলিমগণের এ বিষয়ে বক্তব্য, কতিপয় সাহাবীর এ বিষয়ে আমল, কতিপয় সালাফের কর্ম, এবং রোগীদের অভিজ্ঞতা ও তাঁদের ঘটনাসমূহ — যা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ সূরা পাঠের মাধ্যমে যে বিপুল কল্যাণ তাঁরা পেয়েছেন — তা সংকলন করতে। এমনকি এমন ব্যক্তিদের ঘটনাও, যাঁরা এর বরকতের আশা করেছেন রিযিকের জন্য, কিংবা স্বামী ও বিবাহ প্রার্থনায়, কিংবা কোনো প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনায়। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে আলিমগণের কিছু ফতোয়াও একত্র করেছি — যেন আমরা এ মহান নিয়ামত, সূরা বাকারা, দিয়ে সৌভাগ্যবান হই।

লিখেছেন : শাইখ খালিদ আল-হিবশী

এ পুস্তিকার লক্ষ্য

1. সূরা বাকারাকে আঁকড়ে ধরা ও নিয়মিত তা চালিয়ে যাওয়ার সুন্নাহ পুনর্জীবিত করা।
2. জাদুকরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের সেই কর্মকাণ্ড বাতিল করা, যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ও ঢেকে ফেলেছে।
3. এর দ্বারা রুকইয়াহ করানো ও আত্মরক্ষা করা।
4. তাদের প্রত্যেকের জবাব দেওয়া, যারা এ সূরার মর্যাদা খাটো করেছে অথবা এর দ্বারা চিকিৎসা ও আরোগ্য-অন্বেষণ অকার্যকর করে দিয়েছে এবং এর পাঠ থেকে নিষেধ করেছে।
5. যাঁরা নিয়মিত এর পাঠ চালিয়ে গেছেন তাঁদের ঘটনার মাধ্যমে এর ফযীলত ও প্রভাব বর্ণনা করা।
6. এর কল্যাণ, ফযীলত ও সর্ববিষয়ে এর বরকত বর্ণনা করা এবং এ কথা যে, এতে রয়েছে অন্বেষণকারীদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু।
7. মানুষকে শিক্ষা দেওয়া এবং কল্যাণ ও মুক্তির চাবিগুলোর দিকে তাদের পথনির্দেশ করা।

সমগ্র কুরআনই শিফা

এ বিষয়ে আলিমগণের বক্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।"

সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৪৪

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾

"বলুন, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য তা হিদায়াত ও শিফা।"

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: কুরআনই হলো হৃদয় ও দেহের সমস্ত ব্যাধি থেকে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ব্যাধি থেকে পূর্ণ আরোগ্য। তবে প্রত্যেকেই এর দ্বারা আরোগ্য-অন্বেষণের যোগ্যতা রাখে না এবং তার তাওফীকও হয় না। রোগী যদি সততা, ঈমান, পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও এর শর্তসমূহ পূর্ণ করার সঙ্গে এর দ্বারা উত্তমরূপে চিকিৎসা করে এবং তা নিজের রোগের ওপর প্রয়োগ করে, তবে রোগ কখনোই তার মোকাবিলা করতে পারবে না। আর কীভাবেই বা ব্যাধিগুলো মোকাবিলা করবে সেই আসমান-জমিনের প্রতিপালকের কালামের — যা যদি পাহাড়ের ওপর নাযিল হতো, তবে তা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত, আর যদি জমিনের ওপর নাযিল হতো, তবে তা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। সুতরাং অন্তরের ব্যাধিসমূহের মধ্যে এমন কোনো ব্যাধি নেই —

কিংবা দেহের ব্যাধিসমূহের মধ্যে এমন কোনো ব্যাধি নেই, যার প্রতিষেধকের দিকনির্দেশনা, তার কারণ এবং তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কুরআনে নেই — তার জন্য, যাকে আল্লাহ তাঁর কিতাব সম্পর্কে বুঝ দান করেছেন.. — ইবনুল কাইয়িম, আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া।

আর আল্লাহ সুবহানাহু কুরআন সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তা শিফা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৪৪

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾

"আর আমি যদি একে অনারবি ভাষার কুরআন বানাতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত: এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণিত হলো না কেন? অনারবি ভাষা অথচ আরব শ্রোতা! বলুন, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য তা হিদায়াত ও

> শিফা।"

আর তিনি বলেছেন:

সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।"

এখানে "مِن" শব্দটি জাতি নির্দেশের জন্য, আংশিকতা বোঝানোর জন্য নয়। কারণ সমগ্র কুরআনই শিফা, যেমনটি পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং তা অন্তরসমূহের জন্য শিফা — অজ্ঞতা, সংশয় ও সন্দেহের ব্যাধি থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু আসমান থেকে কুরআনের চেয়ে অধিক ব্যাপক, অধিক উপকারী, অধিক মহান এবং ব্যাধি দূর করার ক্ষেত্রে অধিক সাহসী কোনো শিফা কখনোই নাযিল করেননি।

ইমাম আস-সামআনী রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে বলেছেন: আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ — এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে: এখানে (مِن) তাজনীসের (জাতি নির্দেশের) জন্য, আংশিকতার জন্য নয়; এর অর্থ হলো — আমি সেই কুরআন নাযিল করি, যা থেকেই শিফা। আরও বলা হয়েছে: আমি কুরআন থেকে তা-ই নাযিল করি যা শিফা ও রহমত, অর্থাৎ যার সবটুকুই শিফা; সুতরাং "অংশ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "সমগ্র"। — সমাপ্ত।

সুতরাং সমগ্র কুরআনই শিফা, যেমন সমগ্র কুরআনই উত্তম। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন:

সূরা আয-যুমার, আয়াত ৫৫

﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ﴾

> "আর তোমরা অনুসরণ করো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত সর্বোত্তম বস্তুর।"

ইমাম আল-বাগাবী রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে বলেছেন: অর্থাৎ কুরআন; আর সমগ্র কুরআনই উত্তম। ইবনে জুযাই রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে বলেছেন: অর্থাৎ কুরআনের অনুসরণ করো; এর অর্থ এই নয় যে কুরআনের কোনো অংশ অন্য অংশের চেয়ে উত্তম, কারণ তার সবটুকুই উত্তম। — সমাপ্ত।

সমগ্র কুরআনই শিফা

সমগ্র কুরআনই শিফা

ফুসসিলাত ৪৪ যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হিদায়াত ও শিফা	ইসরা ৮২ মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত	ইবনুল কাইয়িম সমস্ত ব্যাধি থেকে পূর্ণ আরোগ্য; তবে শর্তসাপেক্ষে, সবাই যোগ্য নয়
তাজনীস (জাতি নির্দেশ) আংশিকতা নয়, সবটুকুই শিফা	আস-সামআনী সবটুকুই শিফা; 'অংশ' দ্বারা 'সমগ্র'	আল-বাগাবী ও ইবনে জুযাই সমগ্র কুরআনই উত্তম

সমগ্র কুরআন – শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত – শিফা

প্রশ্ন: কুরআনে মানুষের জন্য শিফা ও রহমত রয়েছে। আমরা আশা করি আপনি সেসব আয়াত উল্লেখ করবেন যেগুলো রোগীর ওপর পাঠ করা শরীয়তসম্মত, এবং কতবার পাঠ করতে হবে, আর নাফসের (ফুঁ দেওয়ার) পদ্ধতি কী — আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন; কারণ আমাদের এখানে একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আছেন এবং আমরা তাঁর ওপর পাঠ করতে চাই?

উত্তর: সমগ্র কুরআনই শিফা; সমগ্র কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিফা। যদি সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে — তবে তা কুরআনের সর্বমহান সূরা — সে তা বারবার পাঠ করবে, যেমন সাহাবীগণ সেই বিষাক্ত-দংশিত ব্যক্তির ওপর পাঠ করেছিলেন, যখন তাঁরা আরবের কোনো এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কতিপয় সাহাবী তাঁর ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করেছিলেন এবং বারবার পাঠ করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে আরোগ্য দান করেন। সুতরাং যদি সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং তার সঙ্গে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, কিংবা অন্য কিছু আয়াত পাঠ করে — সবই ভালো। আর যদি সে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" তিনবার পাঠ করে, তাও উত্তম এবং আরোগ্যের অন্যতম উপায়। সমগ্র কুরআনই শিফা। সে যদি এর থেকে যা আল্লাহ সহজ করে দেন তা পাঠ করে — সূরা বাকারা থেকে, আলে ইমরান থেকে, নিসা থেকে, মায়িদা থেকে, কুরআনের বাকি অংশ থেকে — তবে সবই শিফা। যেমন আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বলেছেন:

সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৪৪

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾

> "বলুন, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য তা হিদায়াত ও শিফা।"

আর তিনি সুবহানাহু বলেছেন:

সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।"

অর্থাৎ তার সবটুকুই শিফা। সুতরাং সে যদি কিছু আয়াত বাছাই করে পাঠ করে, তবে সবই ভালো। তবে রোগীর ওপর পাঠ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হলো সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" এবং মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) — এ সবই রোগীর ওপর পাঠ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ)

রুকইয়াহর জন্য কিছু সূরা ও আয়াত নির্দিষ্ট করা

যদিও সমগ্র কুরআনই শিফা, তবু কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত রয়েছে — যেমনটি হাদীসসমূহে এসেছে। এর অর্থ এই নয় যে কুরআনের বাকি সূরা ও আয়াতের মর্যাদা খাটো করা হচ্ছে। যেসব সূরার ফযীলতে এসেছে যে সেগুলো রুকইয়াহ হিসেবে গণ্য, তার মধ্যে রয়েছে সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারা ও মুআওবিযাতাইন; আর আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো। এটিই দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

আর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেসব সূরা ও আয়াত রোগের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে, তা বহু; এবং তা রুকইয়াহর ক্ষেত্রে বৈধ ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কিছু আছে যা সাহাবী ও তাবিঈগণের আমল থেকে বর্ণিত, আর কিছু আছে যা পরবর্তী যুগের আলিমগণ আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন — কিছু আয়াতের কিছু রোগে প্রভাব সম্পর্কে; সেই আয়াতগুলো জাদু সম্পর্কে হোক, কিংবা বদনজর ও হাসাদ সম্পর্কে, কিংবা শিফা ও সাকীনা সম্পর্কে, কিংবা বক্ষদেশ সম্পর্কে, কিংবা দহন, শাস্তি, ধমক ও বিতাড়ন সম্পর্কে। এ শেষোক্ত প্রকারটিকেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ "কাওয়ারিউল কুরআন" (কুরআনের আঘাতকারী আয়াতসমূহ) নাম দিয়েছেন। তেমনিভাবে রুকইয়াহতে সূরা বাকারা নির্দিষ্ট করা শয়তানদের প্রতিহত করা, তাদের পলায়ন ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করা এবং তাদের ওপর প্রবেশপথগুলো বন্ধ করে দেওয়ার অন্যতম প্রবল উপায়।

রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট সূরা ও আয়াত

হাদীসের দলিলে প্রমাণিত	অভিজ্ঞতা ও বৈধ ইজতিহাদ
সূরা: ফাতিহা, বাকারা, মুআওবিযাতাইন	সাহাবী-তাবিঈগণের আমল থেকে কিছু বর্ণিত
আয়াত: আয়াতুল কুরসী, বাকারার শেষ আয়াতগুলো	পরবর্তী যুগের আলিমগণ আজ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন
বাকি সূরা-আয়াতের মর্যাদা খাটো করা হয় না	রোগের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; সংখ্যায় বহু

দহন, শাস্তি, ধমক ও বিতাড়ন-সংক্রান্ত আয়াতকে ইবনে তাইমিয়া ‘কাওয়ারিউল কুরআন’ নাম দিয়েছেন

সূরা বাকারার ফযীলতে বর্ণিত হাদীসসমূহ

সূরা বাকারার ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে; আমরা সেগুলোর কিছু উল্লেখ করছি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة.

> "তোমরা কুরআন পাঠ করো, কারণ কিয়ামতের দিন তা তার সঙ্গীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা যাহরাওয়াইন — বাকারা ও আলে ইমরান — পাঠ করো; কারণ কিয়ামতের দিন সে দুটি এমনভাবে আসবে যেন দুটি মেঘখণ্ড, অথবা দুটি ছায়াদানকারী বস্তু, অথবা যেন সারিবদ্ধ পাখির দুটি ঝাঁক; সে দুটি তাদের সঙ্গীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো; কারণ তা গ্রহণ করা বরকত, তা পরিত্যাগ করা আক্ষেপ, আর ভণ্ড জাদুকরেরা তা আয়ত্ত করতে পারে না।" — বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

সহীহ ইবনে হিব্বান ও হাকিম প্রভৃতিতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليالٍ.

> "প্রত্যেক বস্তুরই একটি চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারা। যে ব্যক্তি রাতে তা নিজ ঘরে পাঠ করবে, তিন রাত পর্যন্ত শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করবে না।" — হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাসান বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ

فيه سورة البقرة

> "তোমরা তোমাদের ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করো; কারণ যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করে না।" — সুয়ূতীর তাখরীজ: (ক, হব) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। আলবানীর তাহকীক: (সহীহ), দেখুন সহীহুল জামি, হাদীস নং ১১৭০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ

فيه سورة البقرة

> "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না; নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" — সুয়ূতীর তাখরীজ: (হম, ম, ত) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। আলবানীর তাহকীক: (সহীহ), দেখুন সহীহুল জামি, হাদীস নং ৭২২৭।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن لكل شيء سناما ، وسنام أي أعلاه القرآن سورة " البقرة

" وإن الشيطان إذا سمع سورة " البقرة " تقرأ ، خرج من البيت

الذي يقرأ فيه سورة " البقرة "

> "প্রত্যেক বস্তুরই একটি চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া — অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ অংশ — হলো সূরা 'বাকারা'। আর শয়তান যখন শোনে যে সূরা 'বাকারা' পাঠ করা হচ্ছে, তখন সে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যেখানে সূরা 'বাকারা' পাঠ করা হচ্ছে।" — (হাদীসটি হাসান — আস-সিলসিলাতুস সহীহা, নং ৫৮৮)

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن ، فتعلموها ، فإن تعلمها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة

> "যে সূরায় 'বাকারা'র (গাভীর) উল্লেখ আছে, তা কুরআনের তাঁবু। সুতরাং তোমরা তা শেখো; কারণ তা শেখা বরকত, তা পরিত্যাগ করা আক্ষেপ, আর ভণ্ডরা তা আয়ত্ত করতে পারে না।" — (ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে বর্ণনা করেছেন)

ফযীলতে বর্ণিত হাদীসসমূহ

সূরা বাকারার ফযীলত

- **কিয়ামতের দিন** — যাহরাওয়াইন সঙ্গীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে
- **গ্রহণ ও ত্যাগ** — গ্রহণ করা বরকত, ত্যাগ করা আক্ষেপ
- **জাদুকর** — ভণ্ড জাদুকরেরা তা আয়ত্ত করতে পারে না
- **ঘরে পাঠ** — শয়তান প্রবেশ করে না, পালিয়ে যায়
- **রাতে নিজ ঘরে পাঠ** — তিন রাত শয়তান ঘরে প্রবেশ করবে না
- **কুরআনের চূড়া** — কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারা
- **কুরআনের তাঁবু** — যে সূরায় বাকারার উল্লেখ, তা কুরআনের তাঁবু

আলিমগণের বক্তব্য এবং সূরা বাকারার ফযীলতে সাহাবী ও তাবিঈগণের ঘটনাসমূহ

গ্রন্থকার বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে তা যখন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, আর যে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হয় এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারে না — তবে যে ব্যক্তি সমগ্র সূরাটিই পাঠ করে, তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? আল্লাহর

পক্ষ থেকে তার জন্য কতখানি যথেষ্টতা, সুরক্ষা এবং শয়তান ও অন্যদের থেকে কতখানি হিফাযত হবে, আর তার সওয়াব থেকে কত মহান বিষয় তার জন্য সঞ্চিত থাকবে! — শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ।

(**اقرأوا سورة البقرة**) — আত-তীবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এটি নির্দিষ্টকরণের পর আরেক নির্দিষ্টকরণ। প্রথমে তিনি "তোমরা কুরআন পাঠ করো" বলে সাধারণ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে শাফাআত সম্পৃক্ত করেছেন; এরপর যাহরাওয়াইনকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং সে দুটির সঙ্গে কিয়ামত দিবসের সংকট থেকে (মুক্তির) ও পক্ষসমর্থনের বিশেষত্ব সম্পৃক্ত করেছেন; এরপর তৃতীয়বারে কেবল সূরা বাকারাকে পৃথক করেছেন এবং তার সঙ্গে নিম্নোক্ত তিনটি অর্থ সম্পৃক্ত করেছেন — এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এগুলোর প্রত্যেকটির এমন বিশেষত্ব রয়েছে যা শরীয়তের প্রবর্তক ছাড়া কেউ জানে না। (**فإن أخذها**) — অর্থাৎ তা নিয়মিত তিলাওয়াত করা ও তদনুযায়ী আমল করা — **بركة** অর্থাৎ বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি। (**وتركها حسرة**) — অর্থাৎ যে সওয়াব হাতছাড়া হলো তার জন্য আক্ষেপ। (**ولا تستطيعها البطلة**) — বা ও ত্ব হরফে ফাতহা সহ; অর্থ: জাদুকরেরা। — ফায়দুল কাদীর।

আত-তীবীর ব্যাখ্যা: নির্দিষ্টকরণের ধাপ

সূরা বাকারা
তৃতীয়বারে আলাদা করে তিনটি অর্থ সম্পৃক্ত

যাহরাওয়াইন
দ্বিতীয় নির্দিষ্টকরণ; সংকট থেকে মুক্তি ও পক্ষসমর্থন

সমগ্র কুরআন
সাধারণ নির্দেশ; সুপারিশ সম্পৃক্ত

তিন অর্থ: গ্রহণ করা বরকত, ত্যাগ করা আক্ষেপ, জাদুকরেরা আয়ত্ত করতে পারে না

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। তিনি বলেছেন: "إنها لا تطيقها الْبَطَلَةُ" অর্থাৎ শয়তানরা, অর্থাৎ তারা সূরা বাকারা শোনার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হও — "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না"। এতে রয়েছে মুসলিম ঘরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ; সেগুলো যেন অবহেলিত না হয়, সেগুলোর দিকে যেন অনিষ্ট ও চারিত্রিক ধ্বংসের উপকরণ টেনে আনা না হয়; বরং সেগুলোর প্রতি সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া হবে, সেগুলোর ভেতরে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা হবে। — ইআনাতুল মুসতাফীদ বিশারহি কিতাবিত তাওহীদ গ্রন্থ থেকে।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة

> "তোমরা সূরা বাকারা শেখো; কারণ তা গ্রহণ করা বরকত, তা পরিত্যাগ করা আক্ষেপ, আর ভণ্ডরা তা আয়ত্ত করতে পারে না।"

আর আল-বাতালা হলো জাদুকরেরা। এ কারণেই যে ব্যক্তি সূরা বাকারা পাঠ করে, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুমতিক্রমে সুরক্ষিত থাকে

এবং জাদুকরদের অনিষ্ট ও তাদের কর্মকাণ্ড থেকে নাজাত পায়। — শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, লেখক: সাফার ইবনে আবদির রহমান আল-হাওয়ালী।

আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়া ইবনে সালিহ থেকে, তিনি সুলাইম ইবনে আমির থেকে — যে তিনি আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন: তোমাদের এক ভাইকে (১৩) স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, মানুষ এক দুর্গম দীর্ঘ পাহাড়ের ফাটল ধরে চলছে, আর পাহাড়ের চূড়ায় দুটি সবুজ গাছ ডাকছে: তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সূরা বাকারা পাঠ করে? তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সূরা আলে ইমরান পাঠ করে? তিনি বলেন: তখন যদি কোনো লোক বলে "হ্যাঁ", তবে সে দুটি নিজেদের ফলের ছড়া নিয়ে তার নিকটবর্তী হয়, যতক্ষণ না সে সে দুটির সঙ্গে ঝুলে যায় এবং সে দুটি তাকে নিয়ে অতিক্রম করে। — গ্রন্থ: তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, লেখক: আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমার ইবনে কাসীর আল-কুরাশী আদ-দিমাশকী [৭০০ – ৭৭৪ হি.]।

আর দারিমী রহিমাহুল্লাহ তাঁর মুসনাদে আশ-শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার দশটি আয়াত পাঠ করবে, সে রাতে সকাল পর্যন্ত সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না — সূরার প্রথম দিক থেকে চারটি, আয়াতুল কুরসী ও তার পরের দুটি আয়াত, এবং শেষের তিনটি আয়াত; যার প্রথমটি হলো "لله ما في السموات" [সূরা বাকারা: ২৮৪]।

আর আশ-শাবী থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণিত: সেদিন তার কাছে বা তার পরিবারের কাছে কোনো শয়তান কিংবা তার অপছন্দনীয় কোনো কিছু ঘেঁষতে পারবে না; আর কোনো উন্মাদের ওপর তা পাঠ করা হলে সে সুস্থ হয়ে যাবেই। — তাফসীরুল কুরতুবী, খণ্ড ৪।

আর উবাইদ, আহমাদ, বুখারী তাঁর সহীহতে তালীক আকারে, মুসলিম, নাসাঈ, হাকিম, আবু নুআইম ও বাইহাকী — শেষোক্ত উভয়ে দালাইলুন নুবুওয়াহ-তে — বিভিন্ন সূত্রে উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তিনি একদা রাতে সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন, আর তাঁর ঘোড়া তাঁর পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল; তিনি থামলেন, ঘোড়াটিও শান্ত হলো। এরপর তিনি পাঠ করলেন, ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল; তিনি থামলেন, ঘোড়াটি শান্ত হলো। এরপর তিনি পাঠ করলেন, ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল; তিনি থামলেন, ঘোড়াটি শান্ত হলো। এরপর তিনি পাঠ করলেন, ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল; তখন তিনি ফিরে গেলেন তাঁর ছেলে ইয়াহইয়ার দিকে — যে ঘোড়াটির কাছেই ছিল — কারণ তিনি আশঙ্কা করলেন ঘোড়াটি তাকে আঘাত করবে। যখন তিনি তাকে তুলে নিলেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুললেন, তখন দেখলেন যেন একখণ্ড মেঘের ছায়ার মতো কিছু, যাতে প্রদীপসদৃশ আলো রয়েছে; তা আকাশের দিকে উঠে গেল যতক্ষণ না তিনি আর তা দেখতে পেলেন না। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "তুমি কি জানো ওটা কী ছিল?" তিনি বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন:

تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت تنظر الناس إليها لا تتوارى منهم

> "ওরা ছিল ফেরেশতা, তোমার কণ্ঠস্বরের কারণে নিকটবর্তী হয়েছিল। তুমি যদি পাঠ চালিয়ে যেতে, তবে সকাল হয়ে যেত এবং মানুষ তাদের দেখতে পেত; তারা তাদের থেকে আড়াল হতো না।"

উসাইদ ইবনে হুদাইরের ঘটনা

১. রাতে সূরা বাকারা পাঠ
ঘোড়া তাঁর পাশে বাঁধা ছিল

২. ঘোড়া লাফিয়ে উঠল
থামলে শান্ত, পাঠ করলে আবার লাফ

৩. আকাশে প্রদীপসদৃশ আলো
মেঘখণ্ডের ছায়ার মতো কিছু উঠে গেল

৪. সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালেন
তিনি বললেন: ওরা ছিল ফেরেশতা

৫. ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হওয়ার কারণ
তাঁর কণ্ঠস্বর; পাঠ চালালে মানুষ দেখত

আর ইবনে হিব্বান, তাবারানী, হাকিম ও বাইহাকী আশ-শুআব-এ উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আজ রাতে আমি যখন সূরা বাকারা পাঠ করছিলাম, তখন আমার পেছন থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম; আমি ভাবলাম আমার ঘোড়াটি ছুটে গেছে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "পাঠ করো, হে আবু আতীক।"

"তারপর আমি ফিরে তাকালাম, আর দেখলাম প্রদীপের মতো কিছু আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলছে; ফলে আমি আর অগ্রসর হতে পারলাম না।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

تلك الملائكة نزلت لقراءتك سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب

"ওরা ছিল ফেরেশতা, তোমার সূরা বাকারা পাঠের কারণে নেমে এসেছিল। জেনে রেখো, তুমি যদি পাঠ চালিয়ে যেতে, তবে আশ্চর্য বিষয় দেখতে পেতে।"

আর তাবারানী রহিমাহুল্লাহ উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি এক জ্যোৎস্না-রাতে সালাত পড়ছিলাম, আর আমার ঘোড়াটি বেঁধে রেখেছিলাম। ঘোড়াটি একবার লাফ দিল, আমি ভয় পেলাম। এরপর আবার লাফ দিল; আমি মাথা তুললাম, দেখলাম একটি ছায়া আমাকে ঢেকে ফেলেছে এবং তা আমার ও চাঁদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ভয় পেয়ে

ঘরে ঢুকে পড়লাম। সকাল হলে আমি নবী ﷺ-কে সে কথা জানালাম। তিনি বললেন:

تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك من آخر الليل سورة البقرة

"ওরা ছিল ফেরেশতা; রাতের শেষভাগে তোমার সূরা বাকারা পাঠ শোনার জন্য এসেছিল।"

আর ইবনে আবিদ দুনইয়া রহিমাহুল্লাহ মাকাইদুশ শাইতান-এ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের একজন বের হলেন; শয়তান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তারা পরস্পরকে ধরল ও কুস্তি লড়ল; মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবী তাকে ধরাশায়ী করলেন। শয়তান বলল: আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে একটি কথা বলব। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। শয়তান বলল: না। তখন তিনি দ্বিতীয়বার তাকে ধরলেন; তারা কুস্তি লড়ল, আর মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবী তাকে ধরাশায়ী করলেন। সে বলল: আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলব যা তোমাকে খুশি করবে। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন: বলো। সে বলল: না। তখন তিনি তৃতীয়বার তাকে ধরলেন; মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবী তাকে ধরাশায়ী করলেন, এরপর তার বুকের ওপর বসলেন এবং তার বুড়ো আঙুল ধরে চিবাতে লাগলেন। সে বলল: আমাকে ছেড়ে দাও। তিনি বললেন: আমি তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি আমাকে বলো। সে বলল: সূরা বাকারা — কারণ তার এমন কোনো আয়াত নেই যা শয়তানদের মাঝখানে পাঠ করা হলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় না; আর তা কোনো ঘরে পাঠ করা হলে সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না। তাঁরা বললেন: হে আবু আবদির রহমান, সেই লোকটি কে? তিনি বললেন: তোমরা তাঁকে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কে মনে করো?

আর ওয়াকী, দারিমী, মুহাম্মদ ইবনে নাসর ও ইবনুদ দুরাইস মুহাম্মদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি এক রাতে সূরা বাকারা পাঠ করবে, তার দ্বারা তাকে জান্নাতে মুকুট পরানো হবে।

আর তাবারানী রহিমাহুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা বাকারা পাঠ করল, সে অধিক করল এবং উত্তম করল।

আর ওয়াকী এবং আবু যার আল-হারাবী তাঁর ফাদাইল-এ আত-তামীমী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলাম — কুরআনের কোন সূরা সর্বোত্তম? তিনি বললেন: সূরা বাকারা। আমি বললাম: আর কোন আয়াত? তিনি বললেন: আয়াতুল কুরসী। — আদ-দুররুল মানসূর, (১/৫৫)।

আর আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আয-যুহদ-এ এবং হাকীম আত-তিরমিযী নাওয়াদিরুল উসূল-এ সুলাইমান ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আবু উসাইদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে জেগে উঠলেন এবং বলছিলেন: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন — আজ রাতে আমার ওয়ার্দ ছুটে গেছে; আর আমার ওয়ার্দ ছিল সূরা বাকারা। আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন একটি গাভী আমাকে শিং দিয়ে গুঁতাচ্ছে।"

ইবনে জুরাইজ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমাকে নাফি রহিমাহুল্লাহ জানিয়েছেন যে, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এক রাকআতে সূরা বাকারা পাঠ করতেন, আর তাঁর তিলাওয়াত ছিল ধীরগতির।

এক নজরে

- ★ সমগ্র কুরআনই শিফা; কিছু সূরা-আয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে
- ★ রুকইয়াহ হিসেবে এসেছে: ফাতিহা, বাকারা, মুআওবিযাতাইন
- ★ আয়াতের মধ্যে: আয়াতুল কুরসী ও বাকারার শেষ আয়াতগুলো
- ★ সূরা বাকারা গ্রহণ করা বরকত, ত্যাগ করা আক্ষেপ
- ★ ভণ্ড জাদুকরেরা সূরা বাকারা আয়ত্ত করতে পারে না
- ★ যে ঘরে পাঠ হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়
- ★ ইবনে বায: রোগীর ওপর পাঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, মুআওবিযাতাইন

যাচাই করুন

1. কুরআনের কতটুকু শিফা, ইবনে বাযের বক্তব্য অনুযায়ী?
   - ক. কেবল সূরা ফাতিহা
   - খ. সমগ্র কুরআন
   - গ. কেবল কিছু নির্বাচিত আয়াত

2. হাদীসে 'আল-বাতালা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
   - ক. জাদুকরদের
   - খ. ফেরেশতাদের
   - গ. সাহাবীদের

3. যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, সেখানে শয়তান কী করে?
   - ক. সে ঘরে স্থায়ী হয়
   - খ. সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়

4. হাদীস অনুযায়ী কুরআনের 'চূড়া' কোনটি?
   - ক. সূরা ইখলাস
   - খ. সূরা নাস
   - গ. সূরা বাকারা

5. ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রাতে কয়টি আয়াত পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না?
   - ক. দশটি
   - খ. তিনটি
   - গ. দুটি

6. উসাইদ ইবনে হুদাইর যে আলো দেখেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সম্পর্কে কী বললেন?
   - ক. জিন
   - খ. ফেরেশতা
   - গ. শয়তান

উত্তর: ১–খ, ২–ক, ৩–খ, ৪–গ, ৫–ক, ৬–খ

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

আলিমদের ফতোয়া

সূরা বাকারা নিজেই একটি রুকইয়াহ

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ — বৃহত্তর আদালতের বিচারক ও মজলিসে শূরার সদস্য। তারিখ: ১৪৩১/০২/০৭, ০৬:১২:৩৫।

প্রশ্ন: আমাদের শাইখ, সূরা বাকারা কি নিজেই একটি রুকইয়াহ, নাকি কেবল তা পাঠের মধ্যেই এর বরকত নিহিত?

উত্তর:

ج : الحمد لله أما بعد .. قراءة سورة البقرة رقية وبركة وأجر في الوقت نفسه . والله أعلم.

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর, সূরা বাকারা পাঠ একই সঙ্গে রুকইয়াহ, বরকত এবং সওয়াব। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অন্যান্য সূরার তুলনায় সূরা বাকারা পাঠের বৈশিষ্ট্য

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ। তারিখ: ১৪৩০/০৫/২৯, ১৫:৪৮:১১।

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম। সওয়াব লাভ, আল্লাহর অনুমতিতে আরোগ্য এবং দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করা — এ দুইয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম: পূর্ণ কুরআন, না সূরা বাকারা? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন; উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

উত্তর:

ج : الحمد لله أما بعد .. القرآن كله خير وأجر وشفاء ، لكن لقراءة سورة البقرة مزية على غيرها من السور ؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها خاصة بعد حثه على قراءة القرآن عامة

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর, পুরো কুরআনই কল্যাণ, সওয়াব ও আরোগ্য। তবে অন্যান্য সূরার তুলনায় সূরা বাকারা পাঠের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে; কারণ নবী ﷺ সাধারণভাবে কুরআন পাঠের প্রতি উৎসাহ দেওয়ার পর বিশেষভাবে এই সূরাটি পাঠের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবূ উমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে তা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ

كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ

তোমরা কুরআন পাঠ করো, কেননা তা কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা — বাকারা ও আলে ইমরান — পাঠ করো, কেননা এ দুটি কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দুই খণ্ড মেঘ, অথবা যেন দুই ছায়াদানকারী চাঁদোয়া, অথবা যেন সারিবদ্ধ পাখির দুটি ঝাঁক — এরা নিজেদের সঙ্গীদের পক্ষে তর্ক করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো, কেননা তা গ্রহণ করা বরকত, তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থীরা (জাদুকররা) তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

وعليه: فنرى للسائل أن يقرأ القرآن عموماً ويحرص على البقرة خصوصاً . والله أعلم.

এর ভিত্তিতে আমরা প্রশ্নকারীর জন্য এই মত দিই যে, তিনি সাধারণভাবে কুরআন পাঠ করবেন এবং বিশেষভাবে সূরা বাকারার প্রতি যত্নবান হবেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পূর্ণ কুরআন ও সূরা বাকারা

পূর্ণ কুরআন	সূরা বাকারা
কল্যাণ, সওয়াব ও আরোগ্য	অন্য সূরার তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে
সাধারণভাবে পাঠ করবেন	বিশেষভাবে যত্নবান হবেন

নবী সাধারণভাবে কুরআন পাঠে উৎসাহ দেওয়ার পর বিশেষভাবে এই সূরা পাঠে উৎসাহ দিয়েছেন

সূরা বাকারার প্রভাব

ফতোয়ার শিরোনাম: সূরা বাকারা দিয়ে রুকইয়াহ এবং পাঠের পর কালশিটে দাগ দেখা দেওয়া। ফতোয়া নম্বর: ৫৭১১৩। তারিখ: ০৯ যুলকা'দা ১৪২৫।

প্রশ্ন: প্রতিদিন পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করলে কি বদনজর, জাদু বা আসর দূর হয়ে যায়? পাঠের পর শরীরে কালশিটে দাগ দেখা দেওয়া যে পাঠকারীর বদনজর লাগার প্রমাণ — এ কথা কি ঠিক? আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর:

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فإن الرقية بالقرآن ولا سيما سورة البقرة نافعة بإذن الله. فهي تطرد الشيطان وتمنع تأثير السحر بإذن الله، ويدل لذلك ما في الحديث: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة . رواه مسلم والمراد بالبطلة: السحرة.

কুরআন দিয়ে রুকইয়াহ, বিশেষত সূরা বাকারা দিয়ে রুকইয়াহ, আল্লাহর অনুমতিতে উপকারী। তা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং আল্লাহর অনুমতিতে জাদুর প্রভাব প্রতিহত করে। এর প্রমাণ হাদীসের এই বাণী: "তোমরা

সূরা বাকারা পাঠ করো, কেননা তা গ্রহণ করা বরকত, তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।" — মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এখানে "আল-বাতালা" দ্বারা উদ্দেশ্য জাদুকরগণ।

وفي الحديث: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . رواه مسلم .

আরেক হাদীসে এসেছে: "যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" — মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

وأما كون ظهور الكدمات يدل على الإصابة بالعين فإنا لا نعلم فيه شيئا، ويمكن أن تراجعوا فيه أصحاب الاختصاص في أمور الرقى الشرعية المنضبطة بالضوابط التامة لعلكم تجدون عندهم شيئا في هذا المجال.

আর কালশিটে দাগ দেখা দেওয়া বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ — এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এ বিষয়ে আপনারা পূর্ণাঙ্গ শরঈ নীতিমালা মেনে চলা রুকইয়াহ শরইয়্যাহর বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে পারেন; সম্ভবত এ ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কিছু পাবেন।

ফতোয়ার উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
সূরা বাকারা দিয়ে রুকইয়াহ	আল্লাহর অনুমতিতে উপকারী
শয়তান ও জাদুর ক্ষেত্রে	আল্লাহর অনুমতিতে শয়তান তাড়ায়, জাদুর প্রভাব প্রতিহত করে
কালশিটে দাগ কি বদনজরের প্রমাণ?	এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না

সূত্র: ইসলাম ওয়েব।

শয়তান তাড়ানোর জন্য অধিক পরিমাণে সূরা বাকারা পাঠ

ফতোয়ার শিরোনাম: শয়তান থেকে বাঁচার এবং ঘর থেকে তাদের তাড়ানোর উপায়সমূহ। ফতোয়ার তারিখ: ১১ যুলহিজ্জা ১৪২৫। সূত্র: ইসলাম ওয়েব।

প্রশ্ন: আমি অনুরোধ করছি আমাদের অবস্থাটি বিবেচনায় নিন। যে বাড়িতে আমরা দশ বছর ধরে বাস করছি, প্রায় এক বছর ধরে সেখানে জিন বসবাস করছে। সে বিদ্যুতের তার নিয়ে খেলা শুরু করল, বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, আমাদের জিনিসপত্র ছুড়ে মারল, আমাদের মাথার উপর বাতি ভেঙে ফেলল, ধ্বংস করল এবং তার কেটে দিল — আর এ তো সাগরের এক বিন্দু মাত্র। পাঁচ মাস ধরে আমরা ধৈর্য ধরে আছি। আমরা সফরে গেলাম, ফিরে এলাম, তখন সে ছিল না; এখন আবার গত বছরের সেই একই সময়ে সে নতুন করে তার খেলা শুরু করেছে। আমাদের সাহায্য করুন, দ্রুত উত্তর দিন। উল্লেখ্য, সে আমাদের সব দ্বীনি ও কুরআনের ক্যাসেট ভেঙে ফেলেছে।

উত্তর:

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فإنا نسأل الله أن يفرج كربتكم ويحفظكم من شر كل ذي شر، ونوصيكم بالاستعانة بالله والالتجاء إليه فهو ملجأ المضطرين وغياث الملهوفين ومجير المستجيرين

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাদের বিপদ দূর করেন এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আপনাদের রক্ষা করেন। আমরা আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে ও তাঁর আশ্রয় নিতে; কেননা তিনিই নিরুপায়দের আশ্রয়স্থল, বিপন্নদের সহায় এবং আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষাকর্তা।

ونوصيكم بالبعد عن المحرمات وإخراج ما في البيت من الصور وأدوات الموسيقى، وأكثروا من قراءة سورة البقرة خصوصاً الآيتين الأخيرتين منها، وأكثروا من تكرار آية الكرسي

আরও উপদেশ দিচ্ছি হারাম বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকতে এবং ঘরে যেসব ছবি ও বাদ্যযন্ত্র আছে তা বের করে দিতে। আর তোমরা অধিক পরিমাণে সূরা বাকারা পাঠ করো, বিশেষত এর শেষ দুই আয়াত; এবং অধিক পরিমাণে আয়াতুল কুরসি পুনরাবৃত্তি করো।

ঘরে শয়তানের উপদ্রবে উপদেশ

করুন

- ✓ আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ও তাঁর আশ্রয় নেওয়া
- ✓ অধিক পরিমাণে সূরা বাকারা পাঠ, বিশেষত শেষ দুই আয়াত
- ✓ অধিক পরিমাণে আয়াতুল কুরসি পুনরাবৃত্তি
- ✓ ঘরে যেসব ছবি ও বাদ্যযন্ত্র আছে, বের করে দেওয়া

করবেন না

- ✗ হারাম বিষয়াবলির কাছে যাওয়া

لما في الحديث : اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة . رواه مسلم

কারণ হাদীসে এসেছে: "তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো, কেননা তা গ্রহণ করা বরকত, তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।" — মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

وفي الحديث : إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . رواه مسلم .

আরেক হাদীসে এসেছে: "যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" — মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

সূরা বাকারা পাঠ শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও নৈকট্যলাভের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ — বৃহত্তর আদালতের বিচারক ও মজলিসে শূরার সদস্য। তারিখ: ১৪৩০/৩/২৪।

প্রশ্ন: নির্দিষ্ট কোনো সময় বা নির্দিষ্ট কোনো নিয়্যত ছাড়াই কেবল বরকত লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সূরা বাকারা পাঠ করার বিধান কী?

উত্তর:

ج: الحمد لله أما بعد .. قراءة سورة البقرة رجاء بركتها من أفضل العبادات والقربات، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর, বরকতের আশায় সূরা বাকারা পাঠ করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও নৈকট্যলাভের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নবী ﷺ এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবূ উমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে তা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ

كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ
فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ

তোমরা কুরআন পাঠ করো, কেননা তা কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা — বাকারা ও আলে ইমরান — পাঠ করো, কেননা এ দুটি কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দুই খণ্ড মেঘ, অথবা যেন দুই ছায়াদানকারী চাঁদোয়া, অথবা যেন সারিবদ্ধ পাখির দুটি ঝাঁক — এরা নিজেদের সঙ্গীদের পক্ষে তর্ক করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো, কেননা তা গ্রহণ করা বরকত, তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

والله أعلم.

আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রয়োজন পূরণ, বিবাহ বা সন্তান কামনায় সূরা বাকারা পাঠ

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ। তারিখ: ১৪২৯/১০/১৫।

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম। বিবাহ, সন্তান কিংবা চাকরির মতো কোনো প্রয়োজন চাওয়ার নিয়্যতে সূরা বাকারা পাঠ করার বিধান কী? আল্লাহ আপনাদের তাওফিক দিন।

উত্তর:

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يشرع للمسلم أن
يعمل أي عمل صالح رجاء أن يوفقه الله في دينه ودنياه

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুসলিমের জন্য বৈধ যে, আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়ায় তাওফিক দেবেন — এ আশায় সে যেকোনো নেক আমল করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

সূরা নাহল, আয়াত ৯৭

من عمل منكم صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة

তোমাদের মধ্য থেকে যে পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব।

ومن ذلك الزواج . والله أعلم .

বিবাহও সেই নেক আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

জাদু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে সূরা বাকারা পাঠের বিধান

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ। তারিখ: ১৪৩১/১০/১৪, ০৫:০৫:২২।

প্রশ্ন: আল্লাহ আপনাদের কল্যাণ করুন। একই পরিবারের সদস্যরা কি একত্র হয়ে একই সময়ে ও একই মজলিসে পূর্ণ সূরা বাকারা তিলাওয়াত করতে পারে, যাতে তাদের উপর থেকে জাদু কেটে যায়? নাকি এই কাজটি নিন্দনীয় বিদআত? আমাদের ফতোয়া দিন, আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর:

ج: الحمد لله أما بعد .. فمادام أن ذلك من أجل فك السحر فلا حرج فيه ، والأولى أن يرقى بها من يشك أنه مسحور . والله أعلم.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর, যতক্ষণ তা জাদু কেটে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় ততক্ষণ এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হলো, যার ব্যাপারে জাদুগ্রস্ত হওয়ার সন্দেহ রয়েছে তাকেই এই সূরা দিয়ে রুকইয়াহ করা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যেকোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে সূরা বাকারা পাঠ জায়েজ এবং তা বিদআত নয়

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ। তারিখ: ১৪৩০/০৭/১৫, ০০:৪৩:১৬।

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আপনার সকাল সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াতে আনন্দময় করুন। প্রতিদিন বা প্রতি রাতে পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করা নিয়ে যা প্রচলিত হয়েছে — তা কোনো রোগীর উপর পাঠ করা হোক কিংবা অন্য যেকোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে — সে সম্পর্কে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই: এর সঠিক দিকটি কী? আর এটি কি বিদআত গণ্য হবে?

উত্তর:

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. قراءة سورة البقرة ولو كل يوم رجاء بركتها من أفضل العبادات والقربات ، ولا يعد بدعة ، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم

> ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বরকতের আশায় সূরা বাকারা পাঠ করা — প্রতিদিন হলেও — শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও নৈকট্যলাভের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত; তা বিদআত গণ্য হবে না। নবী ﷺ এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

কোন উদ্দেশ্যে পাঠ: ফতোয়ার সারকথা

উদ্দেশ্য	ফতোয়া
বরকতের আশায় পাঠ, প্রতিদিন হলেও	শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত; বিদআত গণ্য নয়
বিবাহ, সন্তান বা চাকরির নিয়্যতে পাঠ	তাওফিকের আশায় যেকোনো নেক আমল বৈধ; বিবাহও এর অন্তর্ভুক্ত
জাদু নষ্ট করতে একত্রে পাঠ	অসুবিধা নেই; জাদুগ্রস্ত-সন্দেহভাজনকে রুকইয়াহ করা উত্তম

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে তা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة

তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো; কেননা তা গ্রহণ করা বরকত, তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

والله أعلم.

আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সব রোগে সূরা বাকারা দিয়ে চিকিৎসা

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ। তারিখ: ১৪৩১/০২/২৫, ১৪:৫২:৫৬।

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম। হে শাইখ, আমি পায়ে "তামীল" (ঝিনঝিন করা) রোগে আক্রান্ত। কেউ কেউ আমাকে প্রতিদিন পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠের পরামর্শ দিয়েছেন। এর কি কোনো ভিত্তি আছে, না নেই? আর হে শাইখ, আমার জন্য এই রোগ থেকে আরোগ্যের দুআ করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর:

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. رقية الإنسان نفسه بسورة البقرة مشروع ، ونوصي أيضاً بالفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والمعوذات الثلاث وسائر القرآن والأدعية المأثورة . والله أعلم.

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সূরা বাকারা দিয়ে মানুষের নিজে নিজে রুকইয়াহ করা শরীয়তসম্মত। আমরা আরও উপদেশ দিচ্ছি সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তিন কুল (মুআওবিযাত), অবশিষ্ট কুরআন এবং মাসনূন দুআসমূহ পাঠ করার। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নিজে নিজে রুকইয়াহ: আরও যা পাঠের উপদেশ

- [ ] সূরা ফাতিহা
- [ ] আয়াতুল কুরসি
- [ ] সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত
- [ ] তিন কুল (মুআওবিযাত)
- [ ] অবশিষ্ট কুরআন
- [ ] মাসনূন দুআসমূহ

সূরা বাকারা দিয়ে মানুষের নিজে নিজে রুকইয়াহ করা শরীয়তসম্মত

বিবিধ

সূত্র: ইসলাম ওয়েবের ফতোয়া।

প্রশ্ন: সূরা বাকারা কি এক বৈঠকেই শেষ করা আমার উপর আবশ্যক? একই দিনে কয়েক বৈঠকে পাঠ করলে কি তার একই প্রভাব ও একই সওয়াব থাকবে?

কুরআন শোনার সওয়াব কি সরাসরি কুরআন পাঠের সওয়াবের সমান? নাকি অন্য কিছু? আর যদি আমি, ধরুন, পাঠ করি বা কুরআন শুনি অথচ আমার অন্তর উপস্থিত না থাকে কিংবা মন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে কি আমার সওয়াব হবে, নাকি অন্য কিছু? আমি আপনাদের অনুরোধ করছি বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট করুন এবং আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিন; আশা করি এতে আপনারাও সওয়াব পাবেন।

উত্তর:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما

بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل سورة البقرة، وأنها تطرد الشياطين، وتبطل السحر.

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীসসমূহ প্রমাণিত হয়েছে — এই সূরা শয়তানদের তাড়িয়ে দেয় এবং জাদু নষ্ট করে দেয়।

فقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة.

তিনি ﷺ বলেছেন: "তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো, কেননা তা গ্রহণ করা বরকত, তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থী জাদুকররা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।"

وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

তিনি ﷺ আরও বলেছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না; নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।"

وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام..

তিনি ﷺ আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাতে তার ঘরে এই সূরা পাঠ করে, তিন রাত শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করে না; আর যে দিনে তা পাঠ করে, তিন দিন শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করে না।"

وفي المستدرك مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.

"আল-মুসতাদরাক"-এ আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে — এ ছাড়া আরও বহু হাদীস রয়েছে।

ولم يذكر في هذه الأحاديث ولا في غيرها مما وقفنا عليه أنه تلزم قراءتها في جلسة أو في عدة جلسات، بل ولم يرد وجوب قراءتها أصلا،

এই হাদীসগুলোতে কিংবা আমাদের নজরে আসা অন্য কোনো হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, এই সূরা এক বৈঠকে বা কয়েক বৈঠকে পাঠ করা আবশ্যক; বরং মূলত এটি পাঠ করা ওয়াজিব — এমন কথাও আসেনি।

ولو استطاع المسلم قراءتها في جلسة واحدة لكان ذلك أفضل، وإذا لم يستطع فلا نرى مانعا من قراءتها في أكثر من جلسة.

মুসলিম যদি এক বৈঠকেই তা পাঠ করতে সক্ষম হয়, তবে সেটিই উত্তম; আর যদি না পারে, তাহলে একাধিক বৈঠকে পাঠ করতে আমরা কোনো বাধা দেখি না।

ولا شك أن القراءة بتدبر وحضور قلب لها من الأجر والثواب ما ليس لقراءة من لم يتدبر ولم يحضر بقلبه، ومع ذلك فقراءة القرآن كلها خير وبركة.

নিঃসন্দেহে চিন্তা-ভাবনা ও অন্তরের উপস্থিতিসহ পাঠের যে সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যে ব্যক্তি চিন্তা করেনি ও অন্তর উপস্থিত রাখেনি তার পাঠে সেই সওয়াব নেই। তবুও কুরআন পাঠ সর্বাবস্থায় কল্যাণ ও বরকত।

বৈঠক ও অন্তরের উপস্থিতি

বিষয়	ফতোয়া
এক বৈঠকে শেষ করা	আবশ্যক নয়; পারলে উত্তম, নইলে একাধিক বৈঠক
অন্তরের উপস্থিতি	চিন্তা ও উপস্থিতিসহ পাঠের সওয়াব বেশি
উপস্থিতি ছাড়া পাঠ	তবুও কুরআন পাঠ কল্যাণ ও বরকত

وأما الاستماع إلى تلاوة القرآن وخاصة سورة البقرة فإن فيه خيرا كثيرا، وأجرا عظيما، ومطردة للشيطان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن

الشيطان يفر من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ فيه . رواه أحمد وصححه الأرناؤوط .

আর কুরআন তিলাওয়াত শোনা, বিশেষত সূরা বাকারা শোনা — তাতে রয়েছে বহু কল্যাণ, বিরাট সওয়াব এবং শয়তান তাড়ানোর উপায়। কেননা তিনি ﷺ বলেছেন: "নিশ্চয়ই শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায় যখন সে শোনে যে সে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হচ্ছে।" — আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং আরনাউত একে সহীহ বলেছেন।

ومع ذلك فالاستماع من الجهاز لا يصل إلى درجة القراءة المباشرة، ولكنه أفضل من تركه.. والله أعلم .

তবুও যন্ত্র থেকে শোনা সরাসরি পাঠের মর্যাদায় পৌঁছায় না; কিন্তু তা ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক নজরে

- ★ সূরা বাকারা পাঠ একই সঙ্গে রুকইয়াহ, বরকত ও সওয়াব
- ★ সাধারণভাবে কুরআন পাঠ, বিশেষভাবে সূরা বাকারায় যত্ন
- ★ বরকতের আশায় প্রতিদিন পাঠ বিদআত নয়
- ★ ঘরে শয়তান তাড়াতে অধিক সূরা বাকারা, বিশেষত শেষ দুই আয়াত
- ★ এক বৈঠকে পাঠ ওয়াজিব নয়; পারলে এক বৈঠকই উত্তম
- ★ যন্ত্র থেকে শোনা সরাসরি পাঠের মর্যাদায় পৌঁছায় না, তবে ছাড়ার চেয়ে উত্তম

যাচাই করুন

1. বরকতের আশায় প্রতিদিন সূরা বাকারা পাঠ সম্পর্কে ফতোয়া কী?
   - ক. বিদআত গণ্য হবে
   - খ. শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও নৈকট্যলাভের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত; বিদআত নয়
2. জাদু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে পরিবারের একত্রে সূরা বাকারা পাঠ সম্পর্কে ফতোয়া কী?
   - ক. নিন্দনীয় বিদআত
   - খ. সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
   - গ. কোনো অসুবিধা নেই
3. কালশিটে দাগ বদনজরের প্রমাণ কি না, এ প্রশ্নের উত্তর কী?
   - ক. হ্যাঁ, নিশ্চিত প্রমাণ
   - খ. না, কখনোই নয়
   - গ. এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না
4. সূরা বাকারা এক বৈঠকে পাঠ করা কি আবশ্যক?
   - ক. আবশ্যক নয়; একাধিক বৈঠকেও বাধা নেই
   - খ. অবশ্যই এক বৈঠকে
5. শয়তানের উপদ্রবের প্রশ্নে ঘর থেকে কী বের করে দিতে বলা হয়েছে?
   - ক. কুরআনের ক্যাসেট
   - খ. ছবি ও বাদ্যযন্ত্র
   - গ. মুসহাফ
6. সূরা বাকারা দিয়ে মানুষের নিজে নিজে রুকইয়াহ করা সম্পর্কে ফতোয়া কী?
   - ক. শরীয়তসম্মত
   - খ. নিষিদ্ধ

উত্তর: ১–খ, ২–গ, ৩–গ, ৪–ক, ৫–খ, ৬–ক

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

সূরা বাকারা দিয়ে রেকর্ডকৃত রুকইয়াহর বিধান ও তার উপকারিতা সংক্রান্ত ফতোয়া

ক্যাসেট থেকে সূরা বাকারা পাঠকেও "পাঠ" বলা যায়

প্রশ্ন: ঘরে কুরআনের ক্যাসেট চালানোর ফযীলত কী? তা কি কিছু জিনিস প্রতিহত করে? আর সেগুলো কী কী? আমি জানতে চাই — এটি কি উত্তম, নাকি কুরআন পাঠ করা উত্তম?

উত্তর:

الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فلا شك أن قراءة الإنسان بنفسه للقرآن أفضل من استماعه إليه من مذياع أو شريط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

নিঃসন্দেহে মানুষের নিজে কুরআন পাঠ করা রেডিও বা ক্যাসেট থেকে তা শোনার চেয়ে উত্তম; কারণ নবী ﷺ বলেছেন:

من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،

لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পাঠ করল, তার জন্য একটি নেকি; আর প্রতিটি নেকি দশ গুণ। আমি বলছি না "আলিফ-লাম-মীম" একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

رواه الترمذي وصححه ووافقه الألباني.

তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ও একে সহীহ বলেছেন, আর আলবানী তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

وتولي الشخص التلاوة بنفسه أبلغ في المقصود من التلاوة من الشريط، لكن إذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب، فنرجو حصول المطلب بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم.

ব্যক্তি নিজে তিলাওয়াতের দায়িত্ব নিলে তা ক্যাসেটের তিলাওয়াতের চেয়ে উদ্দেশ্য অর্জনে বেশি কার্যকর। তবে কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে আমরা আশা করি এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হাসিল হবে; কারণ তিনি ﷺ বলেছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না; নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" — মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

والقراءة من الشريط يصدق عليها أنها قراءة. والله أعلم.

আর ক্যাসেট থেকে হওয়া পাঠকেও "পাঠ" বলা সঠিক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূত্র: ইসলাম ওয়েব।

ক্যাসেটে সূরা বাকারা চালানোর সওয়াব

প্রশ্ন: আমি যদি সূরা বাকারা শোনার জন্য ক্যাসেট চালাই, তাহলে কি আমি এমন হব যেন আমি নিজেই তা পাঠ করেছি — অর্থাৎ তিন দিন শয়তান আমার ঘরে প্রবেশ করবে না? সূত্র: ইসলাম ওয়েব।

উত্তর:

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فلا شك أن في استماع القرآن من المسجل فضلا وأجرا وخيرا، ولكنه لا يكون كمباشرة القراءة، بل القراءة المباشرة يتفاوت تأثيرها من شخص إلى آخر بحسب إيمان القارئ ويقينه

নিঃসন্দেহে ক্যাসেট থেকে কুরআন শোনার মধ্যে ফযীলত, সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তা সরাসরি পাঠের সমান হবে না; বরং সরাসরি পাঠের প্রভাবও পাঠকারীর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী একজন থেকে আরেকজনে ভিন্ন হয়।

ক্যাসেট থেকে সূরা বাকারা পাঠে ফযীলত ও উপকার অর্জন

সূত্র: "আসইলাতুল বাবিল মাফতূহ" (প্রশ্ন নং ৯৮৬)।

لكن إن لم يكن في أهل البيت من يستطيع أن يقرأ سورة البقرة ، ولم يكن هناك من يقرؤها لهم في البيت ، واستخدموا المسجل في قراءتها

তবে ঘরের লোকদের মধ্যে যদি কেউ সূরা বাকারা পাঠ করতে সক্ষম না থাকে, এবং ঘরে তাদের জন্য তা পাঠ করে দেওয়ার মতো কেউ না থাকে, আর তারা এটি পাঠের জন্য ক্যাসেট ব্যবহার করে —

، فالأظهر ، إن شاء الله ، أنه يحصل لهم هذه الفضيلة في البيت : فرار الشيطان منه ؛ لاسيما إن كان من أهل البيت من يستمع القراءة من المسجل . والله أعلم

তাহলে প্রকাশ্য মত হলো — ইনশাআল্লাহ — ঘরে তাদের জন্য এই ফযীলত অর্জিত হবে, অর্থাৎ ঘর থেকে শয়তানের পালিয়ে যাওয়া; বিশেষত যদি ঘরের লোকদের মধ্যে কেউ ক্যাসেটের সেই পাঠ শোনে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নিজে পাঠ ও ক্যাসেট থেকে শোনা

নিজে পাঠ করা	ক্যাসেট থেকে শোনা
উদ্দেশ্য অর্জনে বেশি কার্যকর	সম্ভব না হলে এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হাসিলের আশা
প্রতি হরফে নেকি, নেকি দশ গুণ	ফযীলত, সওয়াব ও কল্যাণ আছে
প্রভাব ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী ভিন্ন	সরাসরি পাঠের সমান হবে না
ঘরে পাঠে শয়তানের পলায়ন	পাঠে সক্ষম কেউ না থাকলে, প্রকাশ্য মতে ইনশাআল্লাহ ক্যাসেটেও

ক্যাসেট থেকে সূরা বাকারা পাঠ কি ঘর থেকে শয়তানকে তাড়ায়?

প্রশ্ন: ইমাম মুসলিম তাঁর "সহীহ"-এ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে রাসূল ﷺ বলেছেন:

لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না; নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।

আমার প্রশ্ন: মানুষ কি কেবল একটি ক্যাসেট-প্লেয়ার এনে তাতে সূরা বাকারা রেকর্ড করা ফিতা লাগিয়ে পূর্ণ সূরা পাঠ হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে? নাকি মানুষকে নিজে, কিংবা তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে কাউকে, সূরাটি পাঠ করতেই হবে?

উত্তর:

الجواب: الحمد لله الأظهر والله أعلم أنه يحصل بقراءة سورة البقرة كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। প্রকাশ্য মত — আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত — এই যে, রেডিও থেকে হোক কিংবা ঘরের মালিকের নিজের পাঠ থেকে হোক, পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠের দ্বারা নবী ﷺ যা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ সে

ঘর থেকে শয়তানের পালিয়ে যাওয়া, তা অর্জিত হবে।

، ولكن لا يلزم من فراره أن لا يعود بعد انتهاء القراءة، كما أنه يفر من سماع الأذان والإقامة ثم يعود حتى يخطر بين المرء وقلبه، ويقول له: اذكر كذا، واذكر كذا .. كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

কিন্তু তার পালিয়ে যাওয়া থেকে এটি অপরিহার্য হয় না যে, পাঠ শেষ হওয়ার পর সে আর ফিরে আসবে না। যেমন সে আযান ও ইকামত শুনে পালায়, তারপর ফিরে আসে এবং মানুষ ও তার অন্তরের মাঝখানে ঢুকে পড়ে; তাকে বলে: অমুক জিনিসটি স্মরণ করো, অমুক জিনিসটি স্মরণ করো — যেমনটি নবী ﷺ থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে।

فالمشروع للمؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان دوما، وأن يحذر من مكائده ووساوسه وما يدعو إليه من الإثم، والله ولي التوفيق

" انتهى.

সুতরাং মুমিনের জন্য বিধান হলো, সে সর্বদা শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে এবং তার ষড়যন্ত্র, ওয়াসওয়াসা ও সে যেসব পাপের দিকে ডাকে তা থেকে সতর্ক থাকবে। আর আল্লাহই তাওফিকের মালিক। — উদ্ধৃতি শেষ।

সূত্র: "মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায" (২৪/৪১৩)। ফাতাওয়া সামাহাতুশ শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ — ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব।

শয়তানের পলায়ন, ফেরা ও করণীয়

১ পাঠে শয়তান পালায়
প্রকাশ্য মতে, পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠের দ্বারা

২ পাঠ শেষে ফিরে আসা
আর ফিরবে না, এমন অপরিহার্য নয়

৩ আযান-ইকামতেও একই
শুনে পালায়, তারপর ফিরে আসে

৪ ওয়াসওয়াসা দেয়
মানুষ ও অন্তরের মাঝে ঢুকে বলে: স্মরণ করো

৫ মুমিনের করণীয়
সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া ও সতর্ক থাকা

ইবনে বাযের ফতোয়া অনুযায়ী

ঘুমানোর সময় মনোযোগ না দিয়ে সূরা বাকারার ক্যাসেট চালানোর বিধান

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ। তারিখ: ১৪৩২/০৭/১৯, ১৭:২৬:০৮।

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের সম্মানিত শাইখ, আমাদের ফোরামে এক নারী সদস্য এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন; আমি তাঁর জন্য ফতোয়া খুঁজেছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। তাঁর প্রশ্নটি হলো: ঘুমানোর সময় সূরা বাকারা চালিয়ে রাখার বিধান কী, বিশেষত এ কথা জেনে যে আমি ঘুমিয়ে পড়ি আর তা চলতেই থাকে? আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন, আপনাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপকৃত করুন, আপনারা যেখানেই থাকুন আপনাদের বরকতময় করুন এবং সব কল্যাণের তাওফিক দিন।

উত্তর:

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج في تشغيل المسجل أو الإذاعة على صوت القرآن ولو كان الإنسان يعمل، أو لا يستمع له؛ لأن الإنصات مستحب، ولا يجب إلا في الصلاة خلف إمام يجهر بالقراءة فقط .

والله أعلم .

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কুরআনের আওয়াজে ক্যাসেট বা রেডিও চালিয়ে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই — যদিও মানুষ কাজ করতে থাকে কিংবা তা মনোযোগ দিয়ে না শোনে। কারণ

চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোনা মুস্তাহাব; তা কেবল সেই নামাযেই ওয়াজিব যেখানে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়েন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক নজরে

- ★ নিজে কুরআন পাঠ ক্যাসেট থেকে শোনার চেয়ে উত্তম
- ★ ক্যাসেট থেকে হওয়া পাঠকেও ‘পাঠ’ বলা সঠিক
- ★ ক্যাসেট শোনায় ফযীলত ও সওয়াব আছে, তবে সরাসরি পাঠের সমান নয়
- ★ ইবনে বায: প্রকাশ্য মতে রেডিও থেকে পূর্ণ সূরা বাকারাতেও শয়তানের পলায়ন অর্জিত
- ★ শয়তান ফিরে আসতে পারে; সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় চাইবে
- ★ চুপ করে শোনা মুস্তাহাব; ওয়াজিব কেবল ইমামের উচ্চস্বরে কিরাতের নামাযে

যাচাই করুন

1. নিজে কুরআন পাঠ ও ক্যাসেট থেকে শোনা, কোনটি উত্তম বলা হয়েছে?
   - ক. নিজে পাঠ করা
   - খ. ক্যাসেট থেকে শোনা
2. ক্যাসেট থেকে হওয়া পাঠকে ‘পাঠ’ বলা যায় কি?
   - ক. না, যায় না
   - খ. হ্যাঁ, বলা সঠিক
3. ইবনে বায শয়তানের পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কী বলেছেন?
   - ক. পাঠ করলে সে আর কখনো ফেরে না
   - খ. পাঠ শেষে সে আর ফিরবে না — এমন অপরিহার্য নয়
4. শয়তান আযান ও ইকামত শুনে কী করে?
   - ক. চিরতরে চলে যায়
   - খ. পালায়, তারপর ফিরে আসে
5. চুপ করে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শোনা কোথায় ওয়াজিব?
   - ক. সব অবস্থায়
   - খ. ঘুমানোর সময়
   - গ. ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়লে নামাযে

উত্তর: ১–ক, ২–খ, ৩–খ, ৪–খ, ৫–গ

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

রোগীদের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা

আমরা শুরু করছি আলিম ইবনুত তুরকুমানীর ঘটনা দিয়ে। ইবনুত তুরকুমানী তাঁর এক শাইখের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وكان قد ابتلى الله تعالى هذا الشيخ العالم ببلاء آخر ، وهو شيطان من الجن ، رد على الشيخ في قراءته ، فلعنه الشيخ وكذبه ، فأخذ الشيخ في عين المعاداة ، فكان الشيطان إذا دخل الليل يرجف قلوبهم ويرمي عليهم الأحجار ، فشكا ذلك للمؤلف فإنه كان من جنسه ومن طلبته ، قال : يا بني ! يرمي علينا كل يوم قفتين ·

আল্লাহ তাআলা এই আলিম শাইখকে আরেকটি বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন — সেটি ছিল জিনদের এক শয়তান। সে শাইখের তিলাওয়াতের সময় তাঁর বিরোধিতা করে জবাব দিত; তাই শাইখ তাকে অভিসম্পাত দিলেন ও মিথ্যাবাদী বললেন। ফলে শাইখ প্রকাশ্য শত্রুতার পথ ধরলেন। রাত হলেই শয়তানটি তাদের অন্তর কাঁপিয়ে দিত এবং তাদের উপর পাথর ছুড়ে মারত। তিনি এ বিষয়ে গ্রন্থকারের কাছে অভিযোগ করলেন — কেননা গ্রন্থকার তাঁরই স্বজাতি ও তাঁরই ছাত্রদের একজন ছিলেন। তিনি বললেন: হে বৎস! সে প্রতিদিন আমাদের উপর দুই ঝুড়ি পাথর ছুড়ে মারে।

قلت له : فكان يكسر شيئاً من الأواني أو يصيبكم أنتم · قال : لا ، ولكن مراده أن يرجفنا · ويرميهم بالأحجار في وسط الدار ، وكان للشيخ سلم وفيه مسمار كبير ، فقومه الشيطان وأخرجه ورمى به في وجوههم

আমি তাঁকে বললাম: তাতে কি কোনো পাত্র ভাঙে, নাকি আপনাদের গায়ে লাগে? তিনি বললেন: না, তবে তার উদ্দেশ্য আমাদের কাঁপিয়ে দেওয়া। সে বাড়ির মাঝখানে তাদের উপর পাথর ছুড়ত। শাইখের একটি সিঁড়ি ছিল, তাতে একটি বড় পেরেক লাগানো ছিল; শয়তানটি সেটি সোজা করে খুলে নিল এবং তাদের মুখের উপর ছুড়ে মারল।

قال الشيخ : وكان عندي صندوق مقفول وفيه كتب ، ففتح الصندوق ورمى كل ما فيه في وجوهنا ، وكان يأخذ الغزل من بين يدي الزوجة ويغيب ثم يرمي به على وجوهنا .

শাইখ বললেন: আমার কাছে তালাবদ্ধ একটি সিন্দুক ছিল, তাতে বইপত্র ছিল। সে সিন্দুক খুলে তার ভেতরের সবকিছু আমাদের মুখের উপর ছুড়ে মারল। আর সে স্ত্রীর হাতের সামনে থেকে সুতা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত, তারপর তা আমাদের মুখের উপর ছুড়ে মারত।

قال المؤلف : فقلت له : أنا وفلان نجيء إلى بيت سيدي ونقرأ شيئاً من كتاب الله تعالى . فجئنا وقرأنا سورة البقرة بكمالها ، ثم دعونا الله سبحانه فصد الحق الشيطان ببركة القرآن ، وبعد ذلك ما قرب الدار ؛

গ্রন্থকার বললেন: আমি তাঁকে বললাম, আমি ও অমুক আমার সাইয়িদের ঘরে আসব এবং আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে কিছু পাঠ করব। অতঃপর আমরা এলাম এবং পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করলাম, তারপর আল্লাহ সুবহানাহুর কাছে দুআ করলাম। ফলে আল্লাহ কুরআনের বরকতে শয়তানটিকে ঠেকিয়ে দিলেন — এরপর সে আর ওই বাড়ির ধারেকাছেও আসেনি।

ইবনুত তুরকুমানীর ঘটনা

১ **শাইখের তিলাওয়াতে জিনের বিরোধিতা**
শাইখ তাকে অভিসম্পাত দিলেন

২ **শত্রুতার পথ**
রাতে অন্তর কাঁপাত ও পাথর ছুড়ত

৩ **ছাত্রের কাছে অভিযোগ**
প্রতিদিন দুই ঝুড়ি পাথর

৪ **পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ ও দুআ**
গ্রন্থকার ও আরেকজন গিয়ে পড়লেন

৫ **ফল**
আল্লাহ শয়তানটিকে ঠেকিয়ে দিলেন; সে আর কাছে আসেনি

সূত্র: আল-লুমা ফিল হাওয়াদিসি ওয়াল বিদা — ৪৩৬, ৪৩৭।

রোগীদের সঙ্গে আমার নিজের ঘটনাগুলো

আমাদের কিছু রোগীর ঘটনা, যাঁদের আমরা দিনে এক বা একাধিকবার সূরা বাকারা পাঠের পরামর্শ দিয়েছিলাম; আর চিকিৎসার সময়কালে তাঁরা যেসব উপকার নিজে স্পর্শ করে অনুভব করেছেন ও উপভোগ করেছেন — এমনকি আল্লাহ তাঁদের আরোগ্য দান করেছেন কিংবা তাঁদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আমার ঘটনা অত্যন্ত বেশি, তবে পাঠকের উপর দীর্ঘায়িত না করার জন্য আমি সাতটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

সাতটি ঘটনা: সমস্যা ও পরামর্শ

ঘটনা	পরামর্শ ও যা পাঠ করা হয়
স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, খবর নেই	বেশি দুআ, সূরা বাকারা পাঠ, আল্লাহর কাছে ওসীলা
প্রায় ২০ বছর মাইগ্রেন	সাধ্যমতো প্রতিদিন সূরা বাকারা পাঠ
বহু ও শক্তিশালী জাদু	সাধ্যমতো বাড়াতে বলা; অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি দিনে সাতবার
ষোলো বছরের ছেলে ফেরেনি	সূরা বাকারা পাঠ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা
পুরনো, বারবার করা জাদু	পুনরাবৃত্তির চেষ্টা; অন্য কর্মসূচির পাশাপাশি দিনে সাতবার
জাদু; বহু জায়গায় ঘুরেও লাভ হয়নি	একবার থেকে শুরু; অন্য কর্মসূচির পাশাপাশি দশবার
জাদুগ্রস্ত নারীর ঘটনা শুনেছেন এক ভাই (রোগী নন)	নিজে থেকেই এগারো বার পাঠ

ঘটনার সারসংক্ষেপ; বিস্তারিত ও ফলাফলের বর্ণনা নিচের ঘটনাগুলোতে

প্রথম ঘটনা: আল্লাহ তাকে তার স্বামী ফিরিয়ে দিলেন

এক নারী আমাকে ফোন করলেন। তিনি অভিযোগ করছিলেন যে তাঁর স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন; তিনি জানেন না তিনি কোন দেশে আছেন, তাঁর পরিণতি কী, আর তাঁর কোনো খবরও নেই। তিনি আমাকে বলছিলেন: হে শাইখ, আমি চাই আপনি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।

আমি তাঁকে বললাম: আমি জাদুকর নই, শয়তানদের সঙ্গেও লেনদেন করি না যে জানব আপনার স্বামী কোথায় কিংবা তাঁকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, তিনি যেন আল্লাহর উপর ভরসা করেন এবং তাঁকে ডাকেন।

তিনি বললেন: কীভাবে করব? আমাকে পথ দেখান, সাহায্য করুন, আর আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাকে শেখান।

আমি তাঁকে বললাম: বেশি বেশি দুআ করুন, সূরা বাকারা পাঠ করুন, আল্লাহর কাছে ওসীলা ধরুন এবং বলুন:

اللهم إني أتوسل إليك بكل حرف منها أن تعطيني بركتها وأن ترد

علي زوجي

> হে আল্লাহ, আমি এই সূরার প্রতিটি হরফের ওসীলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি — আপনি আমাকে এর বরকত দান করুন এবং আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।

— কিংবা এ ধরনের কোনো দুআ।

এরপর কিছুকাল পর তিনি ফোন করে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন; আমি নিয়মিত তা পাঠ করে গেছি, আর তিন দিন যেতে না যেতেই আমার স্বামী নিরাপদে ঘরের দরজায় কড়া নাড়লেন। এতসব সত্ত্বেও আমি এখনো তা নিয়মিত পাঠ করে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনা: মাইগ্রেন (আধকপালি মাথাব্যথা) থেকে আরোগ্য

তিনি আমাদের কাছে এলেন মাইগ্রেন — অর্থাৎ আধকপালি মাথাব্যথার — অভিযোগ নিয়ে। তিনি বললেন, এর চিকিৎসা করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এমনকি জার্মানি পর্যন্ত গিয়েছেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি — প্রায় ২০ বছর ধরে।

আমি তাঁর উপর রুকইয়াহ পড়লাম, আর তাঁর মধ্যে বদনজর ও হাসাদের লক্ষণ প্রকাশ পেল। তাই আমি তাঁকে সাধ্যমতো প্রতিদিন সূরা বাকারা পাঠের নির্দেশনা দিলাম।

কিছুকাল পর তিনি আনন্দিত অবস্থায় এলেন, আমাদের জন্য তাওফিকের দুআ করছিলেন, আর বলছিলেন: আল্লাহর কসম, আমি প্রতিদিন তিনবার তা পাঠ করতাম। পাঠ শুরুর পঞ্চদশ দিনে আমি অনুভব করলাম এবং শুনলাম যেন আমার মাথার ভেতরে একটি বিস্ফোরণ হলো; আমি ভয়ে ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। মাত্র কয়েক সেকেন্ড —

আর তারপরই দেখি আমার মাথা খুব হালকা, সেই মাথাব্যথার কোনো চিহ্নই নেই; মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো ভার বহন করছি না, খুবই হালকা। সেই সময় থেকে তিনি সুস্থ ও নিরাপদ আছেন।

তৃতীয় ঘটনা: জাদু বের করে আনায় সূরা বাকারার শক্তি

তাকে বহু ও শক্তিশালী জাদু করা হয়েছিল। সে সব জায়গায় ঘুরেছে, শেষে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এটি ছিল সবচেয়ে কঠিন কেসগুলোর একটি; তার সঙ্গে ছিল এক দুষ্ট ও শক্তিশালী খ্রিষ্টান মারিদ — উড়ন্ত মারিদ।

কেসটি নির্ণয় করার পর আমি তাকে সূরা বাকারা পাঠ করতে বললাম। সে বলল: আমি তো প্রতিদিন একবার তা পাঠ করি। আমি বললাম: সাধ্যমতো বাড়াও।

সে দৃঢ়সংকল্প, প্রবল উদ্যম এবং সত্যনিষ্ঠ ও কঠোর ইচ্ছাশক্তি নিয়ে শুরু করল — তার ভেতরে যা আছে এবং যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে, এই মহান সূরা দিয়ে তা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য; সেই সূরা, যার সামনে "আল-বাতালা" অর্থাৎ জাদুকররা দাঁড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে অন্যান্য যিকির-ওযীফা ও চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিদিন সাতবার তা পাঠ করতে লাগল।

সেই দুষ্ট জিনটি তা সহ্য করতে পারল না। সে ঘুমের মধ্যে দেখতে লাগল, জিনটি নিজেকেই শ্বাসরোধ করছে, আত্মহত্যা করতে চাইছে — এই মহান সূরার শক্তির যে আঘাত সে পেয়েছে তার তীব্রতায়। এমনকি তার পেট থেকে ধাতব তার বের হতে লাগল — কখনো মুখ দিয়ে, কখনো পায়ুপথে; আর সেগুলো ছিল জাদু, যেগুলোর ভেতরে জাদুর দায়িত্বপ্রাপ্ত জিন প্রবেশ করে থাকে।

আর এ ঘটনা তার পরিবারের সাক্ষ্যসহ এবং রুকইয়াহ কেন্দ্রে নারীদের চোখের সামনে ঘটেছে; তারা বিস্মিত হচ্ছিল, আর সে সেগুলো গলা থেকে বের করছিল, চিৎকার করছিল ও যন্ত্রণা পাচ্ছিল।

সাতবার পাঠ চালিয়ে যাওয়ার ফলে সেই দুষ্ট জিন ভেঙে পড়ল এবং বাকি জাদুগুলোর অবস্থান স্বীকার করতে শুরু করল; সে আমাদের ছয়টি জাদুর এবং কে সেগুলো করেছে তার সন্ধান দিল। আল্লাহ সেগুলো উদ্ধার করা ও নষ্ট করা সহজ করে দিলেন। সে আরোগ্য লাভ করল এবং বিয়েও করল — আলহামদুলিল্লাহ।

আমি তার ঘটনা "আসহার ফী সুওয়ার" (ছবিতে জাদু) নামক পুস্তিকায় লিখেছি। আর এই হলো তার পেট থেকে যা বের হতো তার ছবি।

চতুর্থ ঘটনা: আল্লাহ তার ছেলেকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিলেন

ফজরের সময় তিনি মিহরাবে আমার কাছে এলেন কাঁদতে কাঁদতে; তিনি ছিলেন পাকিস্তানের অধিবাসী। আমি বললাম: কল্যাণ হোক। তিনি বললেন: আমার ছেলে, আমার ছেলে! আমি বললাম: তার কী হয়েছে? তিনি বললেন: সে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। আমি বললাম: কীভাবে?

তিনি বললেন: আমার পরিবার পাকিস্তানে আছে। আমার ছেলের বয়স ষোলো বছর। সে চার দিন আগে বেরিয়েছে এবং ফেরেনি। আমরা তাকে খুঁজেছি, কোনো লাভ হয়নি। আমি আপনার কাছে এসেছি, যেন আপনি কিছু একটা করেন এবং তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন।

আমি কেবল তাঁর আতঙ্ক প্রশমিত করলাম এবং তাঁর ওয়াসওয়াসা, দুঃখ ও হতাশা দূর করতে চাইলাম। আমি বললাম: আপনার উপর কোনো ভয় নেই। তিনি বললেন: আপনি জানেন না আমি কী ভয় করছি। আমি বললাম: কী? তিনি বললেন: এমন কিছু দল আছে যারা ঠিক এই বয়সের ছেলেদের অপহরণ করে, যাতে তাদের কিডনি চুরি করে চড়া দামে কিডনি রোগীদের কাছে বিক্রি করতে পারে। আর প্রায়ই তারা শিশুদের হত্যা করে ফেলে, যাতে ধরা না পড়ে — অথবা তারা একটিমাত্র কিডনি নিয়ে ফিরে আসে।

তিনি কাঁদতেই থাকলেন, আর যা ঘটে যেতে পারে তা ভেবে আমি হতবুদ্ধি ও ব্যথিত হয়ে রইলাম। আমি তাঁকে বললাম: আমি আপনার ও আপনার ছেলের জন্য দুআ করব; তবে আমি চাই আপনি সূরা বাকারার বরকতের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করে আল্লাহর দিকে অভিমুখী হোন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনার ছেলেকে নিরাপদ ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

কয়েক দিন পর তিনি আমার কাছে ফিরে এসে বললেন: আলহামদুলিল্লাহ, আমার সূরা বাকারা পাঠের ছয় দিন পর আমার ছেলে নিরাপদ ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে।

পঞ্চম ঘটনা: পাথর ও ছবি তার পেট থেকে বের হলো

তার বয়স ছিল সতেরো বছর। সে পুরনো, ধারাবাহিক ও বারবার নতুন করে করা ভয়াবহ জাদুতে ভুগছিল। আমি তার রুকইয়াহর ক্ষেত্রে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি; তার বাবাও তাকে রুকইয়াহ করতেন। কিন্তু কষ্ট ছিল প্রচণ্ড।

তাই আমি তাকে বললাম, সে যেন সূরা বাকারার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করে। সে প্রস্তুত হলো, রাজি হলো, শুরু করল এবং অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি দিনে সাতবার পাঠ পর্যন্ত পৌঁছাল।

জাদুর দায়িত্বপ্রাপ্ত দুষ্ট জিনটি সূরা বাকারার প্রচণ্ডতা সহ্য করতে পারল না — আর কীভাবেই বা পারবে, যখন আমাদের সম্মানিত রাসূল, যাঁর উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম, বলেছেন: "আর বাতিলপন্থী জাদুকররা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।"

বাস্তবেই জাদুগুলো তার পেটের ভেতর থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল — পাথর, প্লাস্টিক ও কাঠের আকারে, টুকরো টুকরো করে — একদল নারীর সামনে; তাঁরা আল্লাহর তাসবীহ পড়ছিলেন, তাকবীর দিচ্ছিলেন, বিস্মিত হচ্ছিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করছিলেন। একের পর এক জাদু বেরোতেই থাকল —

— এক জাদুর পর আরেক জাদু, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ ভোগান্তির পর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন।

এমনই হয়ে থাকে; এটি জাদুকরদের বিরুদ্ধে এক তুমুল যুদ্ধ, যার জন্য প্রয়োজন উঁচু মনোবল এবং অবিরাম কঠিন ধৈর্য। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, বহু বহু প্রশংসা...

আর এই হলো তার শরীর থেকে যা বেরিয়েছিল তার কিছু অংশের ছবি। এটি ছিল অশ্লীলতা ও প্রতিশোধের জাদু — আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সূত্র: "আসহার ফী সুওয়ার" পুস্তিকা)

ষষ্ঠ ঘটনা: সে দশবার তা পাঠ করল

তার উপর যে জাদু হয়েছিল তা নিয়ে তার পরিবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার স্বামীও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন — এমনকি জাদুকরদের কাছে পর্যন্ত, এবং নাইজেরিয়া পর্যন্ত — কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সে মুক্তি চেয়ে আমাদের কাছে এল।

আমি তাকে বললাম: তোমাকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব, যতক্ষণ না আল্লাহ এমন একটি বিষয়ের ফয়সালা করেন যা কার্যকর হওয়ারই ছিল। সে রাজি হলো।

আমরা প্রতিদিন একবার সূরা বাকারা দিয়ে শুরু করলাম, তারপর দুইবার, তারপর তিনবার — শেষে সে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিদিন দশবারে পৌঁছাল। আর সে জিন ও মানুষের মধ্যকার সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুকরদের ধরাশায়ী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

অতঃপর আল্লাহ যা চেয়েছিলেন তাই হলো — তিনি আরোগ্য নাযিল করলেন এবং একের পর এক জাদু নষ্ট করে দিলেন, শেষ পর্যন্ত সে আরোগ্য লাভ করল। জাদু ও কষ্টের ঢেউয়ের মধ্যে সে যে ভোগান্তি, ধৈর্য ও মাসগুলো পার করেছে তার বিস্তারিত উল্লেখের অবকাশ এখানে নেই। তবে সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

যাচাই করুন

1. প্রথম ঘটনায় স্বামী ফিরিয়ে দিতে বলা নারীকে লেখক কী বললেন?
   - ক. আমি জাদুকর নই; আল্লাহর ওপর ভরসা করুন ও তাঁকে ডাকুন
   - খ. আমি জিনদের কাছ থেকে খবর এনে দেব
2. ষষ্ঠ ঘটনায় নারীটি কীভাবে সূরা বাকারা পাঠ বাড়াল?
   - ক. প্রথম দিনেই দশবার
   - খ. একবার দিয়ে শুরু, পরে দুই, তিন, শেষে দশবার
3. ইবনুত তুরকুমানীর ঘটনায় শাইখের বাড়িতে উপদ্রব কীভাবে থামল?
   - ক. শাইখ বাড়ি ছেড়ে দিলে
   - খ. পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ ও দুআর পর
4. জাদুকরদের বিরুদ্ধে এই লড়াই সম্পর্কে লেখক কী বলেছেন?
   - ক. এক দিনেই শেষ হয়ে যায়
   - খ. উঁচু মনোবল ও অবিরাম কঠিন ধৈর্য প্রয়োজন

উত্তর: ১–ক, ২–খ, ৩–খ, ৪–খ

সপ্তম ঘটনা: সে এগারো বার তা পাঠ করল

রোগী পুরুষদের একটি জমায়েতের সামনে আমি সেই জাদুগ্রস্ত নারীর ঘটনা বর্ণনা করলাম, যে দশবার সূরা বাকারা পাঠ করে আরোগ্য লাভ করেছিল। তখন তাঁদের একজনের ভেতরে আত্মমর্যাদাবোধ ও পৌরুষ প্রবলভাবে জেগে উঠল। তিনি রোগী ছিলেন না; বরং জাদুগ্রস্তদের অবস্থা দেখে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আসতেন।

তিনি নিজের বাড়িতে গেলেন, আর দুই দিন পর হাসতে হাসতে আমার কাছে এলেন; তাঁর সঙ্গে যা ঘটেছে তা নিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং বলছিলেন: আল্লাহর কসম, হে শাইখ খালিদ, আমি আশ্চর্য জিনিস দেখেছি! ভাইটি ছিলেন প্রিয় সুদান দেশের অধিবাসী।

আমি তাঁকে বললাম: আপনি কী আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন? তিনি বললেন: আপনার মনে আছে, যখন আপনি সেই নারীর ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন যে দশবার সূরা বাকারা পাঠ করেছিল? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি আমার বাড়িতে ফিরে গিয়ে মনে মনে বললাম — একজন নারী পুরুষদের ছাড়িয়ে যাবে! ... আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই পাঠ করব

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

অভিজ্ঞতার শেষাংশ, ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ঘটনা ও খাতিমা

...সূরা বাকারা এগারো বার কিংবা তারও বেশি পড়ব। আমি বললাম: তা তুমি করেছ? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থেকে তা পড়েছি এবং বারবার আবৃত্তি করেছি। অথচ তিনি ছিলেন সুস্থ, কোনো কিছুর অভিযোগ তাঁর ছিল না, আর মনে-মগজেও এমন কিছু ছিল না যার জন্য তিনি তা পড়ছিলেন।

আমি তাঁকে বললাম: তা আশ্চর্য ঘটনাগুলো কী? তিনি বললেন: সেই রাতে আমি ঘুমালাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম আকাশ থেকে একটি কণ্ঠ আমাকে বলছে— তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়েছে, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়েছে। আর আমি ভাবছিলাম ও বলছিলাম, আমার তো কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর আমি দেখলাম আগুনের দুটি গোলা নেমে আসছে— একটি নামল আমার স্ত্রীর উপর, আর অন্যটি নামল আমার ষোলো বছর বয়সী মেয়ের উপর।

তিনি বললেন: আমি ঘুম থেকে উঠলাম এমন অবস্থায় যে নিজের ভেতর প্রশান্তি অনুভব করছি, অথচ যা দেখেছি তার অর্থ কী তা বুঝতে পারছি না।

তিনি আমাকে বলছেন: আল্লাহর কসম, হে শাইখ খালিদ! আশ্চর্য ব্যাপারটি হলো— আমার স্ত্রী সেদিন থেকে এমন হয়ে গেছেন যেন তিনি সেই স্ত্রী, যাঁকে আমি আমাদের বিয়ের প্রথম দিন চিনেছিলাম। তিনি একেবারে মূল থেকে বদলে গেছেন— কোমলতায়, লজ্জায়, ভালোবাসা প্রকাশে; ঠিক বিয়ের প্রথম দিনগুলোর মতো। আমি অবাক হলাম এবং ভাবলাম, হয়তো তিনি কিছু চাওয়া-পাওয়ার জন্য এমন করছেন; কিন্তু না, তিনি এমনই হয়ে গেছেন।

আর আমার কিশোরী মেয়েটিও তেমনি। আমি যখনই তাকে কোনো আদেশ করতাম, সে বিরক্তি প্রকাশ করত ও দূরে সরে যেত— কিশোর-কিশোরীদের যেমন হয়ে থাকে। অথচ এখন সে যেন চার বছরের একটি শিশু, যেন ছোট্ট বাচ্চা— যেদিকে ইচ্ছা তাকে ফেরানো যায়।

তখন আমি বুঝলাম, আগুনের ওই দুই গোলা ছিল সুসংবাদ ও বরকত, যা আমার ঘরে, আমার স্ত্রীর ও আমার মেয়ের উপর নেমে এসেছিল। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ তাঁরই।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ঘটনা – যাঁরা সূরা বাকারা পাঠে নিয়মিত ছিলেন তাঁদের বিষয়ে

ঘটনা (১): এক নারী তাঁর ঘটনা লিখেছেন যে, তাঁকে অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হতো, কিন্তু কোনোটাই তাঁর ভাগ্যে জুটত না। তিনি পড়াশোনা শেষ করলেন, চাকরিও পেলেন, আর এখন পর্যন্ত তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু কিছুই হয় না। এরপর তাঁর এক আত্মীয়া তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পূর্ণ সূরা বাকারা পড়েন। মেয়েটি সত্যিই তা-ই করলেন যা তাঁকে বলা হয়েছিল, আর তার মাত্র তিন দিন পরেই এক ব্যক্তি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং তিনিই তাঁর স্বামী হলেন। দেখুন এই সূরার মহত্ত্ব!

ঘটনা (২): তাঁদেরই একজন বলছেন: আমার ক্ষেত্রে— এই বিষয়টি পড়ার পর, যিনি এটি লিখেছেন আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন— আমি প্রতি রাতে সূরা বাকারা দিয়ে দু-রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তে শুরু করলাম, আর দিনের বেলায়ও তা পড়ার চেষ্টা করতাম, বেশিরভাগ সময় ফজরের নামাযের পর। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে, যার ভেতরে আমি সূরাটি চার-পাঁচবার খতম করেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ একজন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এগিয়ে এল...

ঘটনা (৩): তাঁদেরই একজন বলছেন: আমার পরিচিত এক নারীর ঘটনা— বেশি লম্বা করব না। হে বোনেরা, আমার পরিচিত একজনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, আল্লাহর কসম, তা সূরা বাকারার মাধ্যমেই— অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছার পর। হে বোনেরা, আমি যাঁকে চিনি তিনি নিয়্যতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করেছিলেন, বিনয় ও ভয়ের সঙ্গে তাঁর কাছে আশ্রয়

নিয়েছিলেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছিলেন যে তিনি তাঁর দুআ কবুল করবেন। বোনেরা, প্রতিদিন রাতে মেয়েটি সূরা বাকারা পড়ত। "নিশ্চয়ই সূরাটি দীর্ঘ, কিন্তু ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো— এমন একটি দুআর জন্য যা তোমার প্রয়োজন। দেখো, তা এক ঘণ্টার বেশি নেয় না, বড়জোর দেড় ঘণ্টা। আর দুআ করো, এবং মনে রেখো— রাতের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।" আল্লাহর কসম, তিনি নিজ মুখে আমাকে বলেছেন— শুরু করার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই আমার রব তাঁকে এমন একজন দিলেন, যাকে পাওয়া কেবলই একটি স্বপ্ন ছিল।

ঘটনা (৪): এক নারী একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর। আমার জীবনে দুআর বিরাট প্রভাব ছিল, আর সূরা বাকারারও। আমি প্রতিদিন তা শুনতাম, নিজে পড়তাম না। আমার মনে আছে, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম যেন আমি ও আমার বোন একই রাতে বিবাহিত হই— কারণ তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। আর তা বাস্তবায়িতও হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ঘটনা (৫): আমি রমযান মাসজুড়ে এতে নিয়মিত ছিলাম, কারণ একজন ছিলেন যাঁকে আমি স্বামী হিসেবে কামনা করতাম— তিনি ছিলেন ঈমানদার ও সৎ মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ, আমার রব তাঁকে আমার জন্যই লিখে রেখেছিলেন; তিনি এলেন এবং মাত্র এক মাস পরেই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন!!

ঘটনা (৬): এক সুন্দরী মেয়ে... ভদ্র, রুচিশীল... তার বয়স (২৬) পেরিয়ে গেল, অথচ কেউ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল না?؟؟ আমাদের সেই বোন— আল্লাহর ওয়াস্তে বোন— একটি স্বপ্ন দেখলেন, এবং যখন তিনি তা কোনো সম্মানিত শাইখের কাছে ব্যাখ্যা করালেন, তিনি তাকে বললেন: তোমার চিকিৎসা হলো সেই আশ্চর্য রহস্য— (সূরা বাকারা)। তখন সে প্রতিদিন সূরা বাকারা দিয়ে রাতে কিয়ামুল লাইল করতে লাগল, এরপর সকাল-সন্ধ্যার যিকরের সঙ্গেও তা পড়তে লাগল— অর্থাৎ সে দিনে তিনবার তা পড়ত। আর রহমান-রহীম তার ধারণাকে ব্যর্থ করেননি... অচিরেই এক সৎ যুবক তার দরজায় কড়া নাড়ল। সবাই তার চরিত্র ও তার পদমর্যাদার প্রশংসা করত। আমাদের এই বোন অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতেন, কিন্তু সর্বাধিক দয়ালু সত্তা তাঁকে তাঁর কামনারও ঊর্ধ্বে রিযিক দিলেন...

ঘটনা (৭): আল্লাহর কসম, হে আমার ভাই-বোনেরা, আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে আমি আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলছি— শতভাগ, দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে: প্রতিদিন সূরা বাকারা পাঠ, বিশেষত কিয়ামুল লাইলে সূরা বাকারা পাঠের রয়েছে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর উপকারিতা। আল্লাহর কসম, এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতাগুলোরই একটি। আমাদের উপর একটি সমস্যা এসেছিল— আল্লাহর কসম, অত্যন্ত কঠিন সমস্যা— যা প্রায় এক বছর বা তারও বেশি স্থায়ী হয়েছিল, যদিও আমরা প্রতিদিন দুআ করতাম। কিন্তু হয়তো এক বছরের মানসিক যন্ত্রণা, দুঃখ ও কান্নার পর... আল্লাহর জন্য আমাদের এক বোন পরামর্শ দিলেন যে, আমরা যেন কিছুকাল দু-রাকআতে সূরা বাকারা পড়ি। আল্লাহর কসম, আমরা তা করলাম, আর এক সপ্তাহও পার হলো না— মহান আল্লাহর কসম, আল্লাহ সাক্ষী— এক সপ্তাহ পরেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল।

ঘটনা (৮): আরও একটি: প্রতিদিন তা পাঠ করার ঘটনা। এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর চরিত্র ছিল রুক্ষ; তাঁর স্ত্রী সূরা বাকারা পড়তে লাগলেন— সুবহানাল্লাহ, তিনি ১৮০ ডিগ্রি বদলে গেলেন...........

ঘটনা (৯): এর সঙ্গে আরও আছে যে, আমি ইন্টারনেটের বহু ফোরামে পড়েছি— আল্লাহর কসম— এমন মানুষদের অভিজ্ঞতা যাঁরা নামাযে, কিয়ামুল লাইলে সূরা বাকারা পড়েছেন। আল্লাহর কসম, যাঁরা সন্তান থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাঁদের অনেককে আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন, আর যাঁদের উপর ঋণ ছিল তাঁদের অনেককে আল্লাহ সে ঋণ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যাঁর যাঁর সূরা বাকারা নিয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে, তিনি যেন উপকারের জন্য তা আমাদের জানান। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

ঘটনা (১০): সূরা বাকারা পাঠ শুরু করার এক মাস পর আমার বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল (দুই মাস ধরে বিক্রির জন্য রাখা ছিল, বিক্রি হচ্ছিল না)। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর। আর যেমনটি এক বোন বলেছেন— এর উপকার হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট: বুক প্রশস্ত হওয়া এবং এই অনুভূতি যে আপনি হাসাদ, বদনযর ও জাদুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদে আছেন... আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, চমৎকার বিষয়।

ঘটনা (১১): আমি আপনাদের আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি— সত্যিই আমি সূরা বাকারার প্রভাব ও তার মহত্ত্বের বিশালতা দেখে বিস্মিত হয়েছি। আসল কথা হলো, আমি খুব মনঃকষ্টে ছিলাম এবং আমার একটি সমস্যার সমাধান দরকার ছিল, আমি চরম হতাশার মধ্যে ছিলাম। যা-ই হোক, আমি ফোরামে ঢুকলাম এবং সূরা বাকারা ও তার প্রভাব সম্পর্কে পড়লাম। সত্যি বলতে, আমি কুরআন পড়ি, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সূরায় নিয়মিত ছিলাম না। যা-ই হোক, সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি পুরো সূরাটি পড়লাম এবং এরপর দুআ করলাম। সুবহানাল্লাহ! যে জিনিসটি আমি চাইছিলাম ও যার আমার প্রয়োজন ছিল, তা আমি পেয়ে গেলাম— আমি বলতে চাইছি, যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম তার সমাধান।

ঘটনা (১২): আমার বিয়ে হয়েছে আড়াই বছর, আর আল্লাহ আমাকে সৎ সন্তান দেননি— যদিও আমার ও আমার স্বামীর কোনো ত্রুটি নেই। আমি ফোরামে পড়লাম— ঠিক গত শাবান মাসে— সন্তান কামনায় দুআ, সূরা বাকারা পাঠ, কিয়ামুল লাইল ও ইস্তিগফারের ফযীলত সম্পর্কে। তাই আমি তা কার্যকর করলাম, এবং রমযানে চেষ্টা আরও জোরদার করলাম। শাবান ও রমযান শেষ হলো, অথচ আমার গর্ভধারণ হলো না। স্বাভাবিকভাবেই শয়তান আমাকে কুমন্ত্রণা দিত ও বলত: কিয়ামুল লাইল ও কুরআনে কোনো লাভ নেই, কোনো ফল নেই। কিন্তু আমি অবিচল থেকে চালিয়ে গেলাম, দৃঢ়তার সঙ্গে। প্রতি মাসে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর আমি আবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আরও তীব্রভাবে মিনতি নিয়ে ফিরে যেতাম। তিন মাস সূরা বাকারা পাঠে নিয়মিত থাকার পর আমি পুরো কুরআন খতম করতে লাগলাম— চার মাসে চার বা পাঁচবার খতম করলাম— সেই সঙ্গে কিয়ামুল লাইল, নফল নামাযে নিয়মিততা, এবং অবিরাম ইস্তিগফার ও দুআ। অবশেষে দুই মাস আগে আমি ও আমার স্বামী সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা মাইক্রোস্কোপিক নিষেকের (আইসিএসআই) প্রক্রিয়া করাব। সবাই আমাকে নিশ্চিত করে বলেছিল যে প্রথমবারেই তা সফল হয় না, তবু আমার ক্ষেত্রে প্রথমবারেই তা সফল হলো। অর্থাৎ আমি প্রায় ছয় মাস কিয়াম ও কুরআনের উপর অবিচল ছিলাম, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে সেই সর্বোত্তম সুসংবাদ দিয়ে সম্মানিত করলেন— যা শুনে আমার সমস্ত অঙ্গ কেঁপে উঠেছিল। সমস্ত প্রশংসা মহান দাতা আল্লাহর।

ঘটনা (১৩): বোনেরা, এক মাস আগে আমি এমন এক অবস্থার ভেতর দিয়ে গিয়েছি— আল্লাহই ভালো জানেন— একটি রোগ, যা আমার মনে হচ্ছিল আমার জীবনটাই শেষ করে দেবে। আমি ভয়ানক ঝিমঝিম অনুভব করতাম, আর শরীর যেন আমাকে খেয়ে ফেলছিল। কিছুকাল পর আমি হঠাৎ দমবন্ধ অনুভব করে উঠে দাঁড়ালাম এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম, কাজে যাওয়া ছেড়ে দিলাম; আর ডাক্তারি বলছে এটি কোলন-জনিত সমস্যা!! আমি শাইখদের কাছে গেলাম, তাঁরা বললেন: এটি হয়তো বদনযর কিংবা জিনের স্পর্শ, কারণ অস্বাভাবিকভাবে ঝিমঝিম হচ্ছে। আমার চোখে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তো আগে থেকেই ওয়াসওয়াসা কাহরি (অবসেসিভ কম্পালসিভ) রোগে ভুগতাম এবং দুনিয়ার প্রতি তীব্র হতাশায় ছিলাম— কারণ আমি এমন একজন মানুষ যে মূলত সমস্যার ভেতরেই জীবন কাটাচ্ছে; সর্বাবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনে হতো দুনিয়ার আর কোনো মানে নেই, মনে হতো সব শেষ হয়ে যাবে, আমি আমার মাকে হারাব। আমি কষ্ট পেতাম, তাঁদের কাছে অভিযোগ করতাম, আর তাঁরা সবাই বলতেন: তুমি তো বিয়ে চাইছ!! তুমি নিজেই দুশ্চিন্তা খুঁজে বেড়াও, তোমার কোনো কাজ নেই— অথচ পুরো ঘরের ভার আমারই মাথায়। আমি যখন তাঁদের কাছে আমার দুশ্চিন্তার কথা বলতাম, তাঁরা আমাকে হেয় করতেন। আমার কোনো বান্ধবী নেই, স্বামী নেই, এমন কেউ নেই যার কাছে আমি আমার দুশ্চিন্তা বলতে পারি। এই দুর্ভোগের সারকথা হলো— শাইখ আমাকে বললেন, বদনযরের চিকিৎসা হয় সূরা বাকারা দিয়ে। সুবহানাল্লাহ! এক মাস তা পড়লাম— প্রথমত আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো এবং আমি কাজে ফিরে গেলাম; দ্বিতীয়ত, আমি বলব না ওয়াসওয়াসা চলে গেছে, বরং বলুন কমে গেছে। আর মানসিকভাবে নিজেকে আরও ভালো অনুভব করি, যদিও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। সূরা বাকারা ও কিয়ামুল লাইল যেন আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে লাগল— বরং তা আনন্দে পরিণত হলো: আমি জায়নামায বিছাই এবং আল্লাহর কাছে আমার দুশ্চিন্তার অভিযোগ করি। আগে আমি অলসতা করতাম, কিন্তু যেদিন এর মূল্য বুঝলাম, তখন আর কিছুই বলার নেই— শুধু বলি, আল্লাহ আমাকে অবিচল রাখুন। এখন যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেয়, আমি তা পড়ি। আশা করি আপনারা আমার ঘটনাটি বুঝেছেন।

ঘটনা (১৪): আমার আরেকটি বিষয় আছে— আমার খালার ছেলের ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছিল যে তার (আল্লাহ আমাদের থেকে দূরে রাখুন) মারাত্মক ব্যাধি হয়েছে। আমি তাঁকে সূরা বাকারার পরামর্শ দিলাম, আর চার সপ্তাহ পর— সুবহানাল্লাহ— দেখা গেল সেটি ছিল একটি সিস্ট, অথচ ডাক্তাররা নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে টিউমারটি পাঁজরের হাড় খেয়ে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত যে এটি আল্লাহর রহমত, এরপর কিয়ামুল লাইল ও সূরা বাকারা পাঠের ফল। হে আল্লাহ, আমাদের থেকে কবুল করুন।

ঘটনা (১৫): আমরা সূরা বাকারার প্রসঙ্গে ফিরে আসি... আমি প্রায় তিন মাস ধরে প্রতিদিন তা পড়ছি, আর আলহামদুলিল্লাহ মানসিক অবস্থা ভালো। এর উপরে ইবাদত আরও বেড়ে যাচ্ছে... আলহামদুলিল্লাহ... আর তাঁর অনুগ্রহ যে, আল্লাহ আমাকে এমন একটি গুনাহ থেকে মুক্তি দিয়েছেন যা থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসব তা আমি জানতাম না। আলহামদুলিল্লাহ, কাজকর্ম আমার প্রত্যাশার চেয়েও সহজে সহজ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আর আমি সৎ স্বামীর জন্য দুআ করতাম— এখন এক দ্বীনদার মানুষ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

ঘটনা (১৬): আমার নিজের কথা— আমি সন্তান নিতে চাইছিলাম। কিন্তু চমকটা এল বৃটেনের সবচেয়ে বড় প্রফেসরের কাছে; তাঁর ডাক্তারও বৃটেনের শীর্ষ চিকিৎসকদের একজন। সমস্ত পরীক্ষার পর এল বিস্ময় (সত্যি বলতে আমি ফলাফল শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম— বেশি লম্বা করব না)। প্রফেসর বললেন: তোমার পক্ষে কখনোই গর্ভধারণ সম্ভব নয়, এ বিষয়টি ভুলে যাও (অথচ আমার আড়াই বছর বয়সী একটি ছেলে আছে)। যা-ই হোক, আমি স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়লাম, দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গেলাম, আর আমার সমস্যাটিই হয়ে দাঁড়াল আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা। ঘুমাতে পারি না, খেতে পারি না। আমার স্বামীও আমার মতোই ভেঙে পড়েছিলেন, তবু তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। একবার আমি আমার হৃদয়ের অত্যন্ত প্রিয় এক বান্ধবীর কাছে গিয়েছিলাম (এটি ছিল ফলাফলের একদিন পর)। তিনি বললেন: তুমি সূরা বাকারা পড়ছ না কেন, রাতে কিয়াম করছ না কেন, আর আল্লাহর কাছে দুআ করছ না কেন— যেন তিনি তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এবং ডাক্তারদের কথা মিথ্যা প্রমাণ করেন? তিনি যখন আমাকে এ কথা বললেন, মনে হলো যেন একটি চড় আমার মুখে এসে পড়ল— আর আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। মনে মনে বললাম: "তোমার কী হলো, তুমি তোমার রবকে ভুলে গেলে?" তিনি আমাকে দুআর একটি বই দিলেন। যা-ই হোক, আমি প্রতি দুদিনে সূরা বাকারা পড়লাম, রাতে কিয়াম করলাম এবং আমার রবের কাছে দুআ করলাম। বিশ্বাস করবেন, কী ঘটল? আর আমি কতদিন সূরা বাকারা, কিয়াম ও দুআয় নিয়মিত ছিলাম— আপনারা বিশ্বাসই করবেন না— মাত্র দুই সপ্তাহ!! আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আরেকজন ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করাব (হয়তো আগের বার ভুল হয়েছিল), এবং পরীক্ষা করালাম... আর এল দ্বিতীয় বিস্ময়!! তিনি বললেন: তোমার একটি ডিম্বাণু আছে, শীঘ্রই তা নামবে। দুদিন পর ৫০ দিন বিলম্বিত ঋতুস্রাব শুরু হলো, আর এই ঋতুচক্রের পর আমি কোনো চিকিৎসা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে গর্ভবতী হলাম!!! তখনই আমি সূরা বাকারা ও কিয়ামুল লাইলে আমার রবের মহত্ত্ব ও কুদরত উপলব্ধি করলাম।

ঘটনা (১৭): আল্লাহর কসম, এ এক মানসিক প্রশান্তি। কখনো কখনো আমার ও আমার স্বামীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়; আলহামদুলিল্লাহ, আমি তা পড়ি, আর আমাদের অন্তর দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমরা আবিষ্কার করি যে মূলত কোনো সমস্যাই ছিল না। মানসিকভাবে আমি আগের চেয়ে শান্ত হয়ে গেছি; এমনকি আমার ছাত্রীদের সঙ্গেও আমি প্রফুল্ল হয়ে গেছি, তাদের সঙ্গে হাসি— আগের মতো নই, যখন রেগে থাকতাম ও তাদের সহ্য করতে পারতাম না। এমনকি আমি এখন মন নিয়ে ক্লাসে যাই— আগের মতো নয়; আল্লাহর কসম, আগে আমি কাঁদতে কাঁদতে ক্লাসে যেতাম।

ঘটনা (১৮): আমি এমন সব সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যা মাথার চুল পাকিয়ে দেয়— ক্লান্তি, বঞ্চনা, এখানে অপমান। যখনই মানসিক অস্থিরতা আমাকে গ্রাস করত, আমি আমার রবের আশ্রয় নিতাম— তিনি ছাড়া আর কে আমার অবস্থা জানে? আমি সূরা বাকারা পড়ি, রাতে নামায পড়ি, আর আমার রব আমার মুখ উজ্জ্বল করে দেন; তখন আমার অন্তর নির্মল হয়, মনের ভেতরের সবকিছুর জট খুলে যায়, দূরের জিনিস কাছে আসে। এমনকি যদি আমার গিঁট ও সমস্যাগুলোর সমাধানও না হয়, তবু আলহামদুলিল্লাহ, আমি সেই পাগলামির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসি যার কিনারায় পৌঁছে গিয়েছি বলে মনে হতো।

ঘটনা (১৯): বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমি ২৪ বছর বয়সী এক তরুণী, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম; আমার বিষয় ছিল ব্যবস্থাপনা-ব্যবস্থা (নিযামুল ইদারিয়্যা)। গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে একটি বড় কোম্পানিতে পাঠানো হলো। প্রশিক্ষণের কয়েক দিন পর কোম্পানিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত এক যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। কিছুকাল পরিচয়ের পর সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিল, এবং এলও; কিন্তু ভাগ্যে ছিল না, আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল— অথচ আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। এ সময়েই আমি প্রতিদিন সকালে সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলাম, কিয়ামুল লাইল পড়তাম, দুআ করতাম এবং সিজদার মধ্যে বারবার মিনতি করতাম। আমাদের সম্পর্ক শেষ হওয়ার ছয় মাস পর ওই যুবক আবার আমাকে ফোন করল এবং বলল, সে আবার আমার পরিবারের কাছে গিয়ে আমাকে চাইবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাজগুলো সহজ হয়ে গেছে, আর আমি এখন আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ঘটনা (২০): আমি আপনাদের জানাতে চাইলাম, সূরা বাকারা দিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু করার পর আমার মধ্যে কী পরিবর্তন এসেছে। সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই— তা দিয়ে কিয়ামুল লাইলের এক মাস আমি পূর্ণ করতে পারিনি, এর আগেই আমি আল্লাহর কাছে যা আশা করতাম ও চাইতাম তা পূর্ণ হয়ে গেল। হে আমার বোনেরা, আমি পড়াশোনা শেষ করেছিলাম, চাকরি খুঁজেছিলাম, কিন্তু পাইনি। যা-ই হোক, স্বাভাবিকভাবেই আমি সব মেয়ের মতোই সৎ পুরুষের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রতিদিন শুনি অমুকের বাগদান হয়েছে, অমুকের বিয়ে গ্রীষ্মে। আর আমি ভাবি— কেন এখনো কেউ এল না, কেউ আমাকে চাইল না; অথচ আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো কিছুর কমতি নেই, এ কথা সবাই স্বীকার করে। যা-ই হোক, আমি সবসময় কিয়ামুল লাইল ও ইস্তিগফার সম্পর্কে পড়তাম, কিন্তু অলসতা করতাম। হঠাৎ— সুবহানাল্লাহ— আমি ছোট ছোট সূরা দিয়ে রাতে কিয়াম করতে লাগলাম এবং দুআ করতাম, ব্যস। কিছুদিন পর আমি কেবল সূরা বাকারার প্রথম অংশ পড়তে শুরু করলাম, আর দ্বিতীয় দিনে বাকিটা শেষ করতাম। এরপর কিছুকাল পর আমি সূরাটিকে বিতরসহ তিন রাকআতে ভাগ করে নিলাম। তারপর তা দু-রাকআতে দাঁড়াল, আর একবার বললাম — এক রাকআতেই পুরোটা পড়ব। আমার রবের কসম, হে বোনেরা, আমি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; এই অর্জনের আনন্দে আমি যেন উড়ছিলাম। আমি ইস্তিগফার করতে লাগলাম— একটি তসবিহ নিলাম এবং তাতে ইস্তিগফার করতাম... আর বাড়িয়ে দিলাম দুআ। মহান আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর কাছে চাইতাম যেন তিনি এই মাসেই আমার বিয়ের ব্যাপারটি সহজ করে দেন; অথচ চতুর্থ মাস শেষ হতে মাত্র তিন দিন বাকি ছিল, আর আমি আল্লাহর কাছে নাছোড়বান্দার মতো চাইছিলাম। যা-ই হোক, ৪ মাসের ২৬ তারিখে হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল— কিছু মানুষ আমাদের কাছে আসছেন। আমি অনুভব করছিলাম যে আমার রব আমার দুআ কবুল করেছেন। বাস্তবেই তাঁরা আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই— আমি বুঝেছি, এ হলো কিয়ামুল লাইলের ফল, সূরা বাকারার ফযীলত, এবং রাতে— যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে— আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার ফল। যা-ই হোক, আমি কয়েকবার ইস্তিখারা করলাম, কিন্তু মনে সন্তুষ্টি অনুভব করলাম না, তাই প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিলাম। আর আমি খুশি ও আনন্দিত যে ইনশাআল্লাহ আমি কল্যাণের পথের সন্ধান পেয়েছি এবং এই বাণীর অর্থ বুঝেছি:

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ...

> সূরা বাকারা: ১৮৬ — "আর আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (বলে দাও) আমি তো নিকটেই..."

ঘটনা (২১): আমার বিয়ে হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ— কী উত্তম স্বামী! তিনি আমার চেয়ে বয়সে ১৫ বছরের বড়; আমার বয়স ছিল ২০, আর তাঁর ৩৫। আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করুন ও তাঁর আয়ু দীর্ঘ করুন, হে রব। আমাদের উপর বদনযর লেগেছিল— বিশেষত আমার গর্ভধারণের বিষয়ে। প্রথম বছর পূর্ণ হলো, গর্ভধারণ হলো না; দ্বিতীয় বছরও পূর্ণ হলো,

হলো না; তৃতীয় বছরেও কোনো গর্ভধারণ নেই। অথচ সব ডাক্তার বলছেন সবকিছু স্বাভাবিক, এটি কেবল সময়ের ব্যাপার। যা-ই হোক, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সূরা বাকারা পড়ব; আর আমার সিদ্ধান্তটি ছিল রমযানের প্রথম দিনে। আমি পড়া শুরু করলাম— একা রাতে কিয়াম করতাম এবং আল্লাহ আমার জন্য যত রাকআত লিখে রেখেছেন তত রাকআত সূরা বাকারা পাঠসহ পড়তাম, আর সিজদার অবস্থায় দুআ করতাম... আল্লাহর কসম, আবারও আল্লাহর কসম— ২৭ তারিখ রাতে আমার প্রথম সন্তান আবদুল কারীম গর্ভে এল। "হে আল্লাহ, তোমারই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।"... এরপর যখন তার বয়স দুই বছর হলো এবং আমি তাকে দুধ ছাড়ালাম, তিন মাস কেটে গেল কোনো গর্ভধারণ ছাড়া। দুধ ছাড়ানোর চতুর্থ মাসে ছিল রমযান; আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একই কাজ করব। প্রতি রাতে কিয়ামুল লাইলে সূরা বাকারা পাঠ শুরু করলাম, আল্লাহ যত রাকআত চান, সঙ্গে সিজদায় দুআ— যেন আমার রব আমাকে যমজ সন্তান দান করেন... আল্লাহর কসম, আবারও আল্লাহর কসম— একই ব্যাপার: ২৭ রমযানের রাতে আমি জানতে পারলাম আমি যমজ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি... আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম, আমার পরিবারও এমন আনন্দ করল যা বর্ণনাতীত...

যা-ই হোক... আমার রব আমার স্বামীর জন্য বৃটেনে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন; আমি সপ্তম মাসের শুরুতে সেখানে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ, সফরটি খুব আরামদায়ক ছিল, আমি স্থিত হলাম এবং আমার ডাক্তারের কাছে নিয়মিত যেতে লাগলাম। নবম মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি আমার ডাক্তারের কাছে গেলাম; তিনি বললেন, আমার রক্তচাপ বেশি এবং যমজদের একজনের নড়াচড়া ধীর, তাই আগামীকাল সকালেই অস্ত্রোপচার করতেই হবে। আমি কাঁদলাম, ভয় পেলাম; আর আমার ছেলে আবদুল কারীমকে নিয়েও চিন্তা হলো— তার বয়স তখন প্রায় তিন বছর, আর আমি প্রবাসে একা। আমি আমার স্বামীকে বললাম আমার মুসহাফটি এনে দিতে, আর অস্ত্রোপচারের রাতে রাত ১১টায় সূরা বাকারা পড়লাম, শেষ করলাম— আমি ক্লান্ত ছিলাম এবং ঘুমাতে চাইছিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নে দেখলাম এক গম্ভীর-মর্যাদাবান শাইখকে, যাঁর চেহারা পুরোটাই নূর। এই গর্ভাবস্থায় এটি ছিল একই স্বপ্নের দ্বিতীয়বার। শাইখ আমাকে বলছেন: তোমার একটি ছেলে হবে, তার নাম আবদুল্লাহ... যা-ই হোক, আমি আতঙ্কিত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং স্বপ্নটির পুনরাবৃত্তিতে বিস্মিত হলাম... তখন রাত ১টা। আমি বিছানায় উঠে বসলাম; সামান্য ব্যথা ছিল আর পিঠে ব্যথা করছিল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণেই এমন হচ্ছে। কিন্তু দেখি ব্যথা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। নার্স আমাকে দেখে বলল: ওঠো, একটু হাঁটো। আমি করিডোরে হাঁটছিলাম, কিন্তু হাঁটা শেষ করতে পারলাম না, বিছানায় ফিরে এলাম। নার্স আমাকে দেখা মাত্রই ধাত্রীকে ডেকে পাঠাল, আর আলহামদুলিল্লাহ আমার স্বাভাবিক প্রসব হলো। আমার রব আমাকে আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ দান করলেন— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর... দুদিন পর আমি নিজের ঘরে ছিলাম, আমার ছেলে, আমার স্বামী ও আমার যমজদের সঙ্গে। হে আল্লাহ, তোমারই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা, হে রব...

ঘটনা (২২): আমার ভাইয়েরা, আমার বোনেরা... এই ঘটনাটি কারও কাছ থেকে বর্ণিত নয়, আমি তা আমার কোনো বান্ধবীর কাছ থেকে শুনিনি, টেলিভিশনেও দেখিনি। এটি আমার বোনের ঘটনা— আমার মা ও বাবার মেয়ে। সে এক কঠিন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, আর মানসিকভাবে ছিল বিধ্বস্ত। যা-ই হোক, আমি শুনেছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিতরের নামাযে সূরা বাকারা পড়ে সে স্বস্তি অনুভব করে, তার সংকীর্ণতা কেটে যায় এবং দুশ্চিন্তা দূর হয়। আমি গিয়ে তাকে এ কথাটি বললাম এবং বললাম: করে দেখো, আল্লাহর কসম, পুরো সূরা বাকারাই কল্যাণ। তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ না, বরং তা পাঠে তোমার ফযীলতও আছে। কিছুকাল পর সে আমার সঙ্গে কথা বলল— খুবই আনন্দিত অবস্থায়। সে আমাকে বলল: বিশ্বাস করবে, আমি তা এক রাকআতেই পড়েছি— ফজরের আগে। এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম, আর ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে— দুপুরের আগে ১১টায়। তার স্বামীর ফোন, সংকট কেটে যাওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন; তার বিষয়টি ঠিক হয়ে গেছে এবং দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেছে... আমার ভাইয়েরা, আমার বোনেরা, আমার রব কতই না দয়ালু! ছয় ঘণ্টা পরেই তার মুক্তি এসে গেল। আমি অবাক হই না— আমি জানি, তাঁর আদেশ কাফ ও নূন-এর মাঝেই (অর্থাৎ "কুন" বলা মাত্র)। কিন্তু আমার রব— তিনি বিনয়ী মুমিনেরও রব, পাপীরও রব, কাফিরেরও রব। আমরা কি ধারণা করি যে আমার রব কেবল ইবাদতগুজার মুমিনের ডাকেই সাড়া দেন এবং কেবল তার জন্যই দ্রুত সাড়া দেন?.......

ঘটনা (২৩): যখন ডাক্তার আমাকে জানালেন যে আমার মা সম্ভবত জরায়ু-ক্যান্সারে আক্রান্ত— আমার সামনেই তিনি তাঁর অবস্থা ব্যাখ্যা করলেন এবং সোনার (আল্ট্রাসাউন্ড) দিয়ে দেখালেন— তিনি ওই মাংসপিণ্ডগুলো নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন এবং সোনারে সেগুলো দেখিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত করলেন: নমুনা নিতে হবে, তারপর

তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেটি নিরীহ (বিনাইন) না ক্ষতিকর (ম্যালিগন্যান্ট); আর এরপর সম্ভাবনা আছে জরায়ু কিউরেটেজ বা পুরো জরায়ু অপসারণের। ডাক্তার জরায়ু থেকে নমুনা নিলেন এবং তা পরীক্ষাগারে পাঠালেন, আর এক সপ্তাহ পর ফলাফল নিতে বললেন... এই এক সপ্তাহ আমার মা প্রতিদিন পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠে নিমগ্ন থাকলেন... এরপর তিনি যমযমের পানি নিলেন এবং তাতে রুকইয়াহ শরইয়্যাহসহ পূর্ণ সূরা বাকারা পড়ে ফুঁ দিলেন, আর সাধারণ পানি পান করার বদলে সেই পানিই পান করতে লাগলেন... বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আমরা যখন পরীক্ষার ফলাফল নিলাম... আলহামদুলিল্লাহ, সুস্থ; কোনো কিছুই নেই... আমরা আমাদের রবের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানালাম আমাদের বিপদে তাঁর কোমলতার নিআমতের জন্য।

ঘটনা (২৪): সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর— আমি কুরআন পাঠ, রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও দৈনিক হিসনসমূহে নিয়মিতদের একজন। আমি মানুষকে পথ বলে দিতাম— বিপদের সময় কী করতে হয়: রুকইয়াহ শরইয়্যাহ, যিকর ও দুআ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সেই ধরনের মানুষ যার দুআ তার রবের কাছে কবুল হয়— সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর। আমি অনুভব করি যে আমাদের রব আমার সঙ্গে আছেন— আমি যা-ই চাই বা যে সহায়তাই কামনা করি। আল্লাহর কসম, আমি এ কথা রিয়া (লোক-দেখানো) হিসেবে বলছি না, বরং শিক্ষা গ্রহণের জন্য বলছি... অবশেষে আমাকে বিপদ স্পর্শ করল, আর এক দিন-রাতের মধ্যে আমার অবস্থা উল্টে গেল। আমি বেশি বেশি কাঁদতে লাগলাম আর বুকে চাপ অনুভব করতে লাগলাম। আল্লাহর কসম, হে লোকেরা, ওই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল আমাদের রব আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তিনি আমাকে বলছেন— আমি তোমাকে ছেড়ে দেব এবং তোমার কাছ থেকে আমার রহমত তুলে নেব, তখন তোমার অবস্থা কী হবে? আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম— হে লোকেরা, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রহমত ছাড়া আমরা কিছুই নই... আমি এ অবস্থাতেই থেকে গেলাম, কাঁদছিলাম আর বলছিলাম: হে আল্লাহ, আমি তোমার রহমত প্রত্যাশা করি; হে আল্লাহ, আমি তোমার রহমত প্রত্যাশা করি; তাই তুমি আমাকে চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমার নিজের কাছে কিংবা মানুষের কাছে সোপর্দ কোরো না, আর আমার সমস্ত অবস্থা সংশোধন করে দাও; আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর আমি এক সপ্তাহের জন্য উমরায় গেলাম, আর প্রতিদিন মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝখানে এক বৈঠকেই পূর্ণ সূরা বাকারা পড়তাম— তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণাসহ। তৃতীয় দিনে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর— কিছু একটা যেন আমার অন্তরে দিন-রাত বারবার এই মহান আয়াতটি ঢেলে দিচ্ছিল:

إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

> সূরা আল-আরাফ: ১৯৬ — "নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন; আর তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করেন।"

তীব্রভাবে তা পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আমার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। হে রব, আমাদের উপর তোমার নিআমত পূর্ণ করে দাও, আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না; আর হে রব, আমাদের সমস্ত অনিষ্ট থেকে হেফাযত করো... হে আল্লাহ, আমীন।

ঘটনা (২৫): আমি আপনাদের এমন একটি ঘটনা শোনাচ্ছি যা থেকে আমরা সবাই উপকৃত হব। তা হলো— এক নারী ছিলেন দাঈ (দ্বীনের প্রচারক); তিনি বিভিন্ন জায়গায় যেতেন, বক্তৃতা ও নানা কর্মসূচি আয়োজন করতেন— এ ধরনের কাজ করতেন। তাঁর স্বামী এসে বললেন: ব্যস, আমি চাই না তুমি এসব বক্তৃতা-অনুষ্ঠান করো; আমি চাই তুমি ঘরে বসো। প্রথমে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং তাঁর এক বান্ধবীকে জানালেন। বান্ধবী তাঁকে বললেন: তোমার স্বামীর অধিকারই আগে। তিনি বললেন: ঠিক আছে। এবং ঘরে বসে গেলেন, কেবল ঘরে তাঁর বড় মেয়েদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। যদিও তাঁর মেয়েরা বড় হয়েছিল, তবু কেউ তাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। যা-ই হোক, এক-দুদিনেই তিনি

হাঁপিয়ে উঠলেন... মেয়েরা একমত হলো যে তারা একটি যিকরের মজলিস করবে, আর তার মাধ্যমে সূরা বাকারা মুখস্থ করবে। যা-ই হোক, তারা প্রতিদিন এই বৈঠক করতে লাগল— একসঙ্গে মুখস্থ করা, শোনানো ও পুনরাবৃত্তি করা। যা-ই হোক, একদিন তারা বসে সূরা বাকারা মুখস্থ করছিল ও আবৃত্তি করছিল— হঠাৎ ঘরের ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ! সবাই উঠে ঘরের সর্বত্র খুঁজতে লাগল, কিছুই পেল না। এরপর তারা তাদের বাবাকে ফোন করে জানাল। বাবা এলেন, সবাই মিলে খুঁজলেন, আর পুরুষদের মজলিসের মেঝেতে একটি ছোট গর্ত পেলেন— আর কার্পেটটি ফেটে গেছে। বাবা যখন তাঁর এক দাঈ বন্ধুকে নিয়ে এলেন, তিনি তাদের বললেন: আমি জানতে চাই, তখন তোমরা কী করছিলে? সবাই উঠে বলল: আমরা কিছুই করছিলাম না, শুধু বসে আল্লাহর যিকর করছিলাম। শাইখ বললেন: এমন কিছু কি ছিল না যা তোমরা পড়ছিলে? নিশ্চয়ই তোমরা সূরা বাকারা পড়ছিলে... কিংবা সূরা তাওবা... কিংবা আলে ইমরান। তারা বলল: আমরা সূরা বাকারা বারবার আবৃত্তি করছিলাম। এরপর শাইখ তাদের জানালেন যে ঘরে জাদু ছিল, কিন্তু তা বিস্ফোরিত হয়ে গেছে— শয়তানরা সূরাটি ও প্রতিদিনের সেই আবৃত্তি সহ্য করতে পারেনি, তাই তা বিস্ফোরিত হয়েছে... সুবহানাল্লাহ।

ঘটনা (২৬): আর এটি এমন এক পরিবারের ঘটনা, যারা তাদের বসবাসের বাড়িতে বিদ্যুতের অনিয়ম-সংক্রান্ত একটি সমস্যায় ভুগছিল। বিশেষজ্ঞ ও কারিগরেরা জায়গাটি পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ওই ঘটনার কোনো জানা কারণ নির্ধারণ করতে পারলেন না। এই বাড়িতে বসবাসকারী এক মেয়ের মাথায় সূরা বাকারা পড়ার চিন্তা এল। মেয়েটি তা শেষ করা মাত্রই বাড়ির নানা দিকে ও কোণে আগুন জ্বলে উঠতে লাগল।

আমি (লেখক) বলি: এ কথা জানা যে, যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সে ঘরের নিকটে শয়তান আসে না— যেমনটি সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। আর এই মহান সূরার পাঠ এমনভাবে প্রভাব ফেলে যে অপবিত্র রূহগুলো তাতে কষ্ট পায় এবং ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো আচরণ করে। এতে এই সূরার প্রভাব ও উপকারের প্রমাণ রয়েছে— যার প্রকৃতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। এখান থেকেই— এই কাজের ফলে অপবিত্র রূহগুলো তীব্র কষ্টের শিকার হওয়ায়— ঘরের লোকজন ও বাসিন্দাদের উপর কষ্ট দেওয়া বেড়ে গেল, এবং ওই পরিবারটি তীব্র দুর্ভোগ পোহাল। আর এরপর জানা গেল যে, বাড়িটি ও তার লোকজন সেই কাজের মেয়েটির পক্ষ থেকে জাদুর শিকার হয়েছে, যে অল্প কিছুকাল আগে দেশ (সৌদি আরব) ছেড়ে চলে গেছে। চিকিৎসার ধাপ শুরু হলো এই বাড়ির বাসিন্দা জিনদের উপর দলিল-প্রমাণ দিয়ে হুজ্জত কায়েম করার মাধ্যমে; আকীদা-সংক্রান্ত কিংবা শরীয়ত ও দ্বীন-সংক্রান্ত বহু বিষয় উপস্থাপন করা হলো, এরপর ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ দানের পদ্ধতি ব্যবহার করা হলো এবং সে বিষয়ে প্রমাণবাহী কিছু আয়াত পাঠ করা হলো, আর এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হলো যে, এই কাজ ও কষ্ট দেওয়া সেই জুলুমেরই অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হারাম করেছেন। কিছুকাল পর আল্লাহ সুবহানাহুর অনুগ্রহ, দয়া ও দানে সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। এরপর যেসব আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল তার একটি হলো— এক মেয়ে মধ্যরাতের কিছু পরে আযানের শব্দ শুনল; সে ভাবল এটি তার কল্পনা, কিন্তু পরে তার ভাইও সে যা শুনেছে তা শুনল। তখন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করল ও তাঁর গুণগান গাইল। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহে, তারপর এই সম্মানিত পরিবারের ধৈর্যের ফলে, আল্লাহ তাদের থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন; বাড়িটি তার আগের অবস্থায় ফিরে গেল— নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও শান্তিতে ভরপুর। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর।

ঘটনা (২৬): চিকিৎসার ধাপ

১. দলিল-প্রমাণ দিয়ে হুজ্জত কায়েম
বাড়ির বাসিন্দা জিনদের ওপর

২. আকীদা ও শরীয়ত-সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপন
বহু বিষয় তুলে ধরা হলো

৩. ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ দান
সঙ্গে প্রমাণবাহী কিছু আয়াত পাঠ

৪. গুরুত্ব দেওয়া হলো
এই কষ্ট দেওয়া জুলুম, যা আল্লাহ হারাম করেছেন

ঘটনা (২৭): এই ঘটনাটি শাইখ আল-জুবাইর তাঁর ক্যাসেট (আসবাব মানসিয়্যা — বিস্মৃত উপায়সমূহ)-এ উল্লেখ করেছেন। অমুক— এক পরিচিত ব্যবসায়ী... হঠাৎ... তার রিযিক বন্ধ হয়ে গেল... সে চেষ্টা করে, চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে, কেনে, বেচে... কিন্তু কোনো লাভ হয় না...? এই ভাইটি নিয়মিত সূরা বাকারা পাঠ করতে লাগলেন... আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই... তিনি তাঁর আগের অবস্থায় ফিরে গেলেন... এবং রিযিক তাঁর কাছে চারদিক থেকে আসতে লাগল... বরকতময় সেই রিযিকদাতা...

ঘটনা (২৮): দ্বিতীয় ঘটনা— একই ক্যাসেটে। এক নারী জাদুর অভিযোগ করছিলেন এবং বহু শাইখের কাছে গিয়েছিলেন। শাইখ যখন তাঁকে বোঝালেন যে তিনি যেন কিয়ামুল লাইলসহ সূরা বাকারা দিয়ে নিজেই নিজের রুকইয়াহ শুরু করেন, তখন জাদু-পাহারাদার শয়তানদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর কষ্ট প্রবল হয়ে উঠল। শাইখ তাঁকে চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন; তিনি সত্যিই চালিয়ে গেলেন, আর আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর জাদু নষ্ট হয়ে গেল। এরপর তাঁকে সন্তানও দান করা হলো।

ঘটনা (২৯): আমার বান্ধবীর এক আত্মীয়ার ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা... তিনি এমন একজন নারী, যাঁর বিয়েতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি তাঁর বৃদ্ধ বাবা ও কাজের লোকদের সঙ্গে একটি বড় বাড়িতে থাকতেন; চাকরিজীবীও ছিলেন। তবু তিনি কিছু সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তাঁর কিছু কাজ জটিল হয়ে যেত। তিনি সূরা বাকারার ফযীলতের কথা শুনলেন এবং এর সওয়াব ও বরকতের আশায় তা পড়া শুরু করলেন। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে তিনি তা পাঠে অবিচল থাকলেন। একবার পাঠ করার সময় তিনি একটি প্রচণ্ড ভয়ানক শব্দ শুনলেন। বাড়ির লোকজন শব্দের উৎস খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই পেল না। শেষে যখন তারা বাড়ির উঠানে পৌঁছাল, তখন দেখল বাড়ির একটি গাছ নিজের জায়গা থেকে উপড়ে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়ে আছে... শিকড়সুদ্ধ উপড়ে যাওয়ার ফলে সেখানে একটি গর্ত তৈরি হয়েছে। আর তার নিচে তারা তিলিসমাত (জাদুর লেখা) ও জাদুর তাবিজ পেল... এক শাইখের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো, তিনি তাদের সেগুলো নষ্ট করার পদ্ধতি বলে দিলেন... এর এক মাস পরেই তাঁর বিয়ের প্রস্তাব সম্পন্ন হলো এবং তাঁর অনেক কাজ সহজ হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ। অথচ এসবই ঘটেছে অথচ তিনি মূলত জানতেনই না যে তাঁর উপর জাদু করা হয়েছে... সুবহানাল্লাহ।

ঘটনা (৩০): আমি ও আমার বোন সূরা বাকারার ফযীলত এবং তার বরকতের প্রভাব নিয়ে কথা বলছিলাম... আমরা দুজন একমত হলাম যে আমরা তা পড়া শুরু করব। এরপর হলো এই যে, আমাদের কথাবার্তার পর আমার বোন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম... কয়েক ঘণ্টা পর সে আতঙ্কিত হয়ে আমার কাছে এল...সে বলছে যে সে স্বপ্নে জিনের এক নারীকে দেখেছে... সে তাকে হুমকি দিচ্ছিল যে যদি সে সূরা বাকারা পড়ে,

আর বলছিল: "তুমি কিংবা তোমার পরিবারের কেউ যদি সূরা বাকারা পড়ার চেষ্টা করো, তবে এমন কষ্ট পাবে যা তুমি কামনাও করবে না।" আমার বোন ভয় পেয়ে গেল এবং তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল। আমার ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়ার পর... সে একদিন যোহরের নামাযের পর তা পড়া শুরু করল। আর যখন সে ১২ নম্বর পৃষ্ঠায় পৌঁছাল... সে অবিরাম বমিভাব অনুভব করল... এবং দৌড়ে বাথরুমে গেল... আর কালো রঙের একটি বস্তু বমি করল। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মাঝে মাঝে তা নিয়মিত পড়া শুরু করেছি।

◆ ঘটনাগুলোর বিষয়

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ঘটনা

বিষয়	ঘটনা-নম্বর
বিবাহের প্রস্তাব	১, ২, ৩, ৫, ৬, ১৫, ১৯, ২০, ২৯
সন্তান	৯, ১২, ১৬, ২১, ২৮
রিযিক ও বাড়ি	১০, ২৭
মানসিক অবস্থা ও দুশ্চিন্তা	১১, ১৩, ১৭, ১৮, ২২, ২৪
স্বাস্থ্য ও রোগ	১৩, ১৪, ২৩
জাদু ও ঘরের উপদ্রব	২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০

বিষয় অনুযায়ী ঘটনা-নম্বর; সবই বর্ণনাকারীদের নিজস্ব বক্তব্য

খাতিমা

আমি সুউচ্চ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি— তিনি যেন প্রত্যেক রোগী ও বিপদগ্রস্তের উপর অনুগ্রহ করেন নিকট মুক্তি, সাহায্য ও সঠিক পথ দিয়ে; নিশ্চয়ই তিনি নিকটবর্তী, দুআ কবুলকারী। আর তিনি যেন এই ছোট্ট পুস্তিকাটির প্রচারে বরকত দেন এবং একে এমন এক মহান অস্ত্রের দিকে ফিরে আসার প্রেরণা বানান, যা থেকে আমরা গাফিল হয়ে গিয়েছিলাম। আর আমাদের শেষ কথা— সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

◆ এক নজরে

- ★ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ঘটনাগুলো বর্ণনাকারীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা
- ★ বহু বর্ণনায় সূরা বাকারার সঙ্গে কিয়ামুল লাইল ও দুআর উল্লেখ আছে
- ★ ঘটনা (২৬): প্রথমে জিনদের ওপর দলিল-প্রমাণ দিয়ে হুজ্জত কায়েম
- ★ লেখক: যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, সেখানে শয়তান আসে না
- ★ এ সূরার পাঠে অপবিত্র রূহগুলো কষ্ট পায়, লেখকের ব্যাখ্যা
- ★ খাতিমা: রোগী ও বিপদগ্রস্তদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

এখানে মূল বইয়ে বিষয়সূচি (فهرس الموضوعات) রয়েছে — মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৪৮; বাংলা সংস্করণে তা নতুন করে তৈরি হবে বলে হুবহু অনুবাদ করা হয়নি।

যাচাই করুন

1. ঘটনা (২৬)-এ বাড়ির সমস্যার কারণ পরে কী জানা গেল?
   - ক. বিশেষজ্ঞেরা যন্ত্রগত ত্রুটি ধরেছিলেন
   - খ. বাড়িটি ও তার লোকজন কাজের মেয়ের পক্ষ থেকে জাদুর শিকার
2. ঘটনা (২৬)-এ জিনদের ওপর চিকিৎসার ধাপ শুরু হয় কীভাবে?
   - ক. তাদের সঙ্গে সন্ধি করে
   - খ. দলিল-প্রমাণ দিয়ে হুজ্জত কায়েম করে
   - গ. তাদের কাছে সাহায্য চেয়ে
3. লেখকের মতে কোন ঘরের নিকটে শয়তান আসে না?
   - ক. যে ঘরে সূরা বাকারা কখনো পড়া হয় না
   - খ. যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়
4. ঘটনা (২৮)-এ শাইখ নারীকে কীভাবে নিজের রুকইয়াহ শুরু করতে বললেন?
   - ক. জাদুকরের কাছে গিয়ে
   - খ. কেবল অন্যের পাঠের ওপর নির্ভর করে
   - গ. কিয়ামুল লাইলসহ সূরা বাকারা দিয়ে
5. ঘটনা (২৪)-এ উমরায় কোন দুই নামাযের মাঝখানে পূর্ণ সূরা বাকারা পড়া হতো?
   - ক. ফজর ও যোহর
   - খ. মাগরিব ও ইশা
   - গ. আসর ও মাগরিব
6. খাতিমায় লেখক কিসের দিকে ফিরে আসার প্রেরণা চেয়েছেন?
   - ক. নতুন কোনো আমলের দিকে
   - খ. এমন এক মহান অস্ত্রের দিকে, যা থেকে আমরা গাফিল হয়ে গিয়েছিলাম

উত্তর: ১–খ, ২–খ, ৩–খ, ৪–গ, ৫–খ, ৬–খ

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

www.alroqya.com

মূল গ্রন্থ: إنها رقية سورة البقرة

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা-নির্ধারণ ও উপস্থাপনা তাঁরই।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের সংরক্ষিত। এই বাংলা রূপান্তর মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয়।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

এ তো সূরা বাকারার রুকইয়াহ

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com
WhatsApp: 01886608999